দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর ।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রথম ভাগ।

[ষষ্ঠ ভাগ ।]

কলিকাতা।

৭৮ নং আপার সারকিউলার রোড

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১১ শক। পৌষ।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

দৈনিক প্রার্থনা।

অসাধ্য সাধন।

২০শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পিতা, হে মুক্তিদাতা, যাহা হইয়াছে তাহাই যদি কেবল হয় তবে বিধানের মাহাত্ম্য কোথায়? যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, আমরা যদি কেবল তাহাই সাধন করিলাম তবে আর তোমার নূতন ধর্ম্মের গৌরব কোথায়? তুমি অসম্ভবকে সম্ভব কর; অসাধ্যকে সহজ কর। আমাদের মুখে এখনও এমন কথা বাহির হয় যাহা তোমার উপযুক্ত নয়। আমরা বলি "পারিব না, হয় না, করা যায় না"। বৃদ্ধদের উৎসাহ হয় না ইহা লোকে চিরকালই জানে, কিন্তু যদি এই বৃদ্ধদের মধ্যে নবউৎসাহ হয় তাহা হইলে তোমার মহিমা প্রকাশ পাইবে। হে ঈশ্বর, মুসলমানেরা বিশ্বাসী হইল, কিন্তু প্রেম রাখিতে পারিল না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তেরা খুব ভক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নীতির প্রতি দৃষ্টি কমিয়া গেল। আমরা বৈরাগী হইতে গেলে সংসারে ধর্ম্ম রাখিতে পারি না। সংসার করিতে গেলে বৈরাগ্য থাকে না, ভক্ত হইতে গেলে পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখি না। খুব

পবিত্র হইয়া, জ্ঞানী হইয়া কি মন পদ্মফুলের মত থাকিতে পারে না? হে ঈশ্বর, তোমার পদপ্রান্তে এই মিনতি, অসাধ্য সাধন কর। যৌবনে বার্দ্ধক্যে মিলন কর। ভক্তি জ্ঞানে প্রেমেতে নীতিতে খুব মিলন করিয়া দাও। হে পরমেশ্বর, তোমার ইচ্ছা আমরা ভারি ভারি অসম্ভব কাজ করি। আমাদের ইচ্ছা খুব সহজ যা তাই করি। কিন্তু আমাদের দলের লোকেরা কি কেবল নিজের ইচ্ছায় কাজ করিবে? না। তুমি খুব বল দাও। জ্ঞানবল দাও, পুণ্যবল দাও। এসব লোক এক এক জন খুব বীরের মত বড় বড় অসাধ্য ব্যাপার সকল করিবে। ছোট ছোট কাজ হইতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া যাহা পারা যায় না বলি তাহাই করিতে দাও। খুব ভক্তি দাও। মা, তুমি এবার নববিধানকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ, পূর্ণ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে দাও। ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। আমরা এখন হইতে যাহা কেবল তোমার অভিপ্রেত তাহাই করিব। কাছে এস, মা, একবার বরণ করি। ঐ পাদপদ্মে মতি রাখ। আমরা যেন অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি। পৃথিবীতে দেবলোক আনিতে পারি যেন। দীনদয়াল, আমরা যাহাতে তোমার কৃপায় নববিধানে অসাধ্য ব্যাপার সকল সাধন করিতে পারি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাবে ঐক্য।

২১শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে পতিতপাবন, শব্দের সঙ্গী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবের সঙ্গী অল্প। এক কথা আমরা অনেকে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে মনে হয় আমাদের মন এক, দল বড়। কিন্তু যখন ভাবের দিকে তাকাই সেই ঐক্য বিবাদের মত হয়, মিলনের স্থানে স্বতন্ত্রতা দেখি, আর আমাদের অতি কম লোক, এই কথা মনে হয়। "আমরা ব্রাহ্ম" এই কথা বলিলে অনেক লোক পাই, "আমরা নববিধানবাদী" বলিলে তার চেয়ে কম লোক পাই; ইহাতেও কথাতে অনেক লোকের মিল হয়, কিন্তু ভাবে অনেক অমিল। আমরা সকলেই বলি নববিধান মানি। কিন্তু এক জনের নববিধান আর এক জনের নয়। এক জনের ঈশ্বর আর এক জনের নয়। ভাবের ঘরে আমাদের ছোট দল। শব্দের ঘরে অনেক লোক। আমরা কতকগুলি কথা লইয়া নাড়াচাড়া করি, বলি আমাদের দল ভারি। পিতা, কিরূপে আমাদের মধ্যে ভাবের মিল হইবে? হে দীননাথ, আমাদের এরূপ বাহিক অসার ঐক্য কত দিন আমাদিগকে সুখী রাখিবে? সকল বিষয়ে যথার্থ কি সকলের এক মত হইয়াছে? যথার্থ বিবেকী হওয়া, চরিত্রের মিল হওয়া তাহা কি আমাদের হইয়াছে? ভাবের ঘরেত মিল নাই। নীতি সম্বন্ধে আমরা সহস্র প্রকার

অর্থ করিতেছি, অথচ কেহই শুদ্ধ নই। পিতা, শব্দেতে যেমন মিলিয়াছে ভাবেতে তেমনি মিলাও। কেবল শব্দেতে যথার্থ মিল হয় না, ভাবেতেই মিল হয়। আমরা অর্থ কিছুই বুঝি না, অথচ বলি, আমরা ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মানি, আদেশ নববিধান মানি। মা, কিরূপে তবে মিল হবে? সকলে এক এক রকম বিশ্বাস করিতেছে। পিতা, মনের ভিতর পবিত্রাত্মা হইয়া আসিয়া শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দাও। তাহা হইলে এক পরিবার হইয়া থাকিতে পারিব। শব্দ অনেক শিখিয়াছি, এখন এই কর যে ভাবের অর্থ বুঝিয়া লই। তোমার মুখ দেখা কি, ভাই ভগ্নিকে ভালবাসা কি, শত্রুকে ক্ষমা করা কি, যোগসাধন কি, এসব কিছুই বুঝি না, জানি না। কথার অর্থ বুঝিয়া সেই গুলি সাধন করিয়া ভাবেতে মিলিত হই। দয়াময়, সকলকে দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার বিদ্যালয়ের দীন শিষ্য হইয়া তোমার চরণতলে শব্দের অর্থ বুঝিয়া লই এবং ভাবে এক হই, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্যের আশায় উল্লাস।

২২শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দয়াময়, হে অন্তরাত্মা, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, আসিতেছে, এই কথাই দলপতিরা বলিয়া গিয়াছেন। আসিল না ত? এক এক জন এমন গম্ভীর স্বরে পৃথিবী কাঁপাইয়া বলিয়াছিলেন যেন দুই পাঁচ দিনের মধ্যে আসিল। ঐ আসিল, আসিল! আসিল না। যদি আসিত ভাল হইত; আমাদের এই পাপ জীবন ধরিতে হইত না। যদি পৃথিবীময় এই স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইত আমাদের আর ভাবিতে হইত না। কত যোগী ঋষী ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিশ্বাস নয়নে দেখিলেন। তাঁহারাত দেখিয়াছিলেন। নতুবা কি মিথ্যা বানিয়ে বলিলেন? তাঁহারা কি কেবল জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলিলেন যে সুখের দিন আসিতেছে? না, আরো কিছু দেখিয়াছিলেন? তাঁহারা কি না খুব উচ্চেতে ছিলেন, সত্য সত্য দেখিয়াছিলেন; আর বিশ্বাসে কি না দূরতা নিকট হয় তাহাই দেখিয়াছিলেন। দয়াময়, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে এই হাত বাড়াইলেই নিকটে। তবে তাঁহারা স্বর্গরাজ্য দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীত দেখে নাই। দয়াময় হরি, তুমি সুখের স্বপ্ন দেখাইলে, আনন্দের কল্পনা ভাবাইলে, কিন্তু আসিতে দিলে না। তাঁদের কাছে স্বর্গরাজ্য আসিল কিন্তু পৃথিবী উপযুক্ত হয় নাই তাই ফিরে গেল। তাঁদের আর

পৃথিবীর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র। পৃথিবী যেখানকার সেই খানে পড়িয়া রহিল। হতভাগা পৃথিবী! তোমার অদৃষ্টে বারবার স্বর্গরাজ্য আসিল তবু তুমি পাইলে না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইলেন তুমি পাইলে না। আমরাও কত বার ভাবিয়াছি স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, আগত প্রায়, কিন্তু আসিল না। মা দয়াময়ী, কেন এমন দেখিলাম? কেন এমন স্বপ্ন দেখাইলে, আবার কাড়িয়া লইলে? ঈশ্বর, আসেইবা কেন, তফাৎইবা হয় কেন? দয়াময়, নববিধান আসিল, স্বর্গরাজ্য আসিল না কেন? পরমেশ্বর, সেই মানুষ, সেই সবই রহিল, কিন্তু কেউ আর তখনকার মত বলে না যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। বলে যে, আমাদের এই কটা দিন কোন রকম করিয়া কাটিলেই হইল। ধিক্ ধিক্! পরমেশ্বর, এস একবার, হৃদয়ে খুব আশা উদ্দীপনা করিয়া দাও। সহস্র মুখে হরি নাম করিব। নববিধানের রাজ্য স্থাপন করিব। মা, হাসি বন্ধ হইল কেন? সিংহের নিদ্রা হয় কেন? হে মা বিশ্বধারিণী, মুক্তিদায়িনী, কোথায় রহিলে একবার এস। সেই আনন্দরাজ্যের পূর্ব্বাভাস দেখাও। দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র সেই স্বর্গ রাজ্যের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া আবার উল্লাসিত হই, কৃপাময়ী, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন সময়ে নূতন উৎসাহ।

২৩শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে নববিধানরাজ্যের রাজা, ভিতরে যেন আত্মা লাফাইতেছে, কি করিবে কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু আগ্রহাতিশয় ব্যস্ততা আন্দোলন সে সব বোঝা যাইতেছে। অনেক দিন শান্তভাবে চলিল, তোমার ঘরে নিদ্রা চলিল। জাগ্রত হইয়া যখন সকলে একটা ব্যস্ততা অন্দোলন দেখাইবে তখন, হে মহেশ্বর, বুঝিব যে একটা কিছু হইবে। ধারাল ছুরিতে মরিচা পড়িল। তোমার দল খুব তীক্ষ্ণ ছিল। এখন ইহার মধ্যে বল নাই, শক্তি নাই, তেজ নাই। কি করিলে আবার আমরা জাগিয়া উঠিতে পারি? একবার উৎসাহাগ্নি জ্বলিল, আবার নিবিল। বিধানের কাহিনী শুনিলাম, আনন্দ লহরী বাজাইলাম, আনন্দের ব্যাপার সকল আগত প্রায় দেখিলাম। আবার কেন সব গেল? বীজ রোপণ হইল, অঙ্কুরিত হইল, গাছ বাড়িল, ফল হইবার সময় বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল। আমাদের মত দুঃখী আর কে আছে? আমরা তোমার কথা শুনিলাম, তোমাকে দেখিলাম; তোমার পুণ্য ভূমিতে যাইবার সময় শুনিলাম আমাদের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা এ দেশ ও দেশ বেড়াইতেন, দুই হাতে পুণ্য ঢালিতেন; এখন আমাদের ভিতর ভাঙ্গা বাজার, আদখানা ঘর, আদখানা মানুষ, আদ-

খানা সবই। পূর্ণতা কবে হবে? আবার তোমার বংশী বাজাও। নর নারী সকলকে একত্র কর। আর স্বর্গের কিঙ্কর যে আমরা আমাদিগকে খুব উচ্চৈস্বরে বল। আদেশ ইত্যাদি অনেকবার বলিলাম এখন আমাদিগকে একবার গম্ভীরভাবে আন্দোলন করিতে দাও আমরা কতদূর প্রত্যাদিষ্ট। আমাদিগকে জাগাইয়া তোল, নাচাইয়া তোল। আমরা জানি তোমার বিধানের ভিতর অগ্নি আছে। আমাদের ভিতর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক। নূতন নূতন কার্য্যপ্রণালী খুলিয়া দাও। এই নূতন সময় আসিতেছে, এ সময় আমরা সকলে জাগ্রত হইয়া উঠি। রাজ্যের ভিতর ও আমরা পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। নীতিরাজ্য এ সময় আমরা আগত প্রায় দেখিতেছি, অনেক বৎসরের দুর্নীতি দুর্গন্ধের পর আবার যেন সুনীতির প্রাদুর্ভাব হবে। পুরাতন রাজ্যপতির পরিবর্ত্তনে নূতন রাজ্যপতির আগমনের সহিত যেন নীতির রাজ্য আসিতেছে। এ একটা ভারি সময় দেশের পক্ষে। এবার ধর্ম্মের মানুষদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন করিবে। করুণাময়ী, মাথার উপর নীতির তেজ থাকুক্। এ সময় আমরাও দুর্নীতির উপর আক্রমণ করি। যাহাতে সুশিক্ষা বিস্তার হয়, নর নারীর মন তোমার দিকে যায়, নববিধানের দিকে আসে তাহাই কর। দয়াময়ি, যে তোমার রাজ্যে কার্য্য করিবে না তাহার সদ্গতি হইবে না। অতএব, হে পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেককে ডাকিয়া কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া

দাও। কর্ম্মচারীরা এবং তোমার প্রচারকেরা কেহই তোমার কার্য্য করিতে অবকাশ পান না, ইচ্ছা নাই প্রবৃত্তি নাই। আলস্য আসিয়াছে। নববিধানের রথ বন্ধ হইল। হে পিতা, আমরা নববিধান সম্বন্ধে বড় অপরাধী হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দাও। বিধানের জন্য আমরা যেন যথা কর্ত্তব্য করি। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, একটিবার দয়া করিয়া তোমার শ্রীমুখের বানীতে এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন আলস্য উপেক্ষা ত্যাগ করিয়া, নববিধান সংক্রান্ত যত লোক আছি, নববিধানের রথ চালাইয়া লইয়া যাইতে পারি এবং নর নারীদিগকে, দেশকে, পৃথিবীকে মুক্তিধামে লইয়া গিয়া হাজির হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরসেবা।

২৪শে এপ্রেল, ১৮৮২।

পরম পিতা, সাধুদের পিতা, যে, যে পরিমাণে আপনাকে ছাড়িবে সে সেই পরিমাণে মহৎ হইবে। যাঁহারা পরের জন্য পাগল হইয়াছিলেন তাঁহারাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। যে, যে পরিমাণে পৃথিবীর সেবায় নিযুক্ত সেই মানুষ, সেই সাধক, সেই ধার্ম্মিক মুক্তির উপযুক্ত। সেই যে সাধুর লক্ষণ, আত্মবিনাশ এবং পর সেবা,তাহাই আমাদের জীবনের ভূষণ হউক। আপ-

নার আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া, পরহিতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। ছোট ছোট পরহিতের কার্য্যও আছে, আবার বড় পরহিতের কার্য্যও আছে; যিনি যেটা পারেন করুন। পর কি? না, দেশ, ভ্রাতৃ মণ্ডলী, সমস্ত পৃথিবীর লোক। দয়াময় তুমি যেমন সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া সমস্ত পরকে দিয়াছ, আমরা তোমার সন্তান হইয়া সেই পরিমাণে না হোক, কতক পরিমাণে হইব। পৃথিবীতে তাহারা নীচ যাহারা কেবল আপনার বিষয় ভাবে। নীচের নীচ হইয়া আর কত কাল থাকিব? পৃথিবীতে কত দুঃখী আছে, কত লোক আছে যাহারা ধর্ম্মের কথা জানে না, মা বলে তোমায় ডাকিতে শিখে নাই। কত কাজ আছে। পরের জন্য ভাবিব। পরের জন্য ছোট ছোট কাজও করিব। সাধু মহাপুরুষদের যে লক্ষণ তাহা আমাদিগকে দাও। বাহিরে কতকগুলি পরের উপকার করিবার জন্য তাঁহারা টাকা ছড়াই-তেন না। তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিল। হে দয়াসিন্ধু, দয়া কর। সাধুদের জীবনের ভাব গুলি চক্ষের নিকটে রাখি। হে দীনবন্ধু, গরিবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মহাপুরুষদের যে পরসেবার দৃষ্টান্ত তাহা অনুকরণ করি, গ্রহণ করি; তুমি গরিবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

———

নূতন দল।

২৫শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, দুঃখীর সুখ, নিরাশের আশা, অন্ধকারের জ্যোতি, মৃতের নবজীবন! আমরা প্রত্যেকেই দুজন দুজন মানুষ। এক জন মানুষের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর এক জন মানুষের খেলা আরম্ভ হইবার এখনো কিছু বাকি আছে। আমার মানুষের দিন শেষ হইবার সময় হইল, তোমার মানুষ যে, তাহার জন্ম হইবার সময় হইল। এই কৌটার ভিতর আর একটা জীব, এই পাখীর ভিতর আর একটা অণ্ড। কিরূপে তোমার মানুষ বাহির হইবে? নববিধানে যাহা যাহা উপকরণ দরকার তাহা এ দলের ভিতর আছে। কিন্তু কিছু হইয়া উঠিতেছে না। পরমেশ্বর, তুমি কবে এই পুরাতন দলের ভিতর হইতে সেই নূতন দল করিয়া দিবে? আমরাত তোমার চিহ্নিত সেই নূতন দল নই। দ্বারবান আমাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বলে "তোমরাত সেই নূতন দল নও, তোমরা স্বার্থপর লোভী, দূর হও।" শ্রীহরি, এ অস্বীকারের হেতু কি? আকাশে দেববানী বলে "এ তোরা নয়। তোদের ভিতর আরও এক একটা মানুষ আছে তাহারা যদি আসে, তাহারা নববিধানের লোক।" আমরা মুরে যাব, চলে যাব, পুড়ে যাব, অগ্রাহ্য হইব। আমরা সে লোক নই। বুকের ভিতর এক জন আছে সে বলে, আমি

চিহ্নিত লোক। হে গরিবের ঠাকুর, অদ্ভুত রহস্যের কথা কে বুঝাইয়া দিবে—স্বর্গরাজ্য কিরূপ? ভিতরে যে আর এক জন মানুষ আছে সে। সময়ের উত্তাপ পাইয়া ভিতরের নরডিম্ব ফুটিল, উড়িতে উড়িতে বাহির হইল। অচিহ্নিত শরীরের ভিতর চিহ্নিত মানুষ ঘুমায়। অগ্রাহ্য দেহের ভিতর যিনি অবশ্য স্বীকৃত হইবেন এমন ঋষি ঘুমাইতেছেন। হরি, সে মানুষ না আসিলে তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিব না। ভিতরে কে আছে তোমার ঘরে ডাকিয়া লও। তোমার ছেলেকে তুমি ডাকিয়া লও। আমরাত সে মানুষ নই। আমাদের এ পাপের শরীর নববিধানে যোগ দিতে পারে না। সে মানুষ ভিতরে আছে। যোগে সে মানুষ আসে। একবার ডাক, মা, মধুর স্বরে। সাজের ঘর থেকে দিব্য দিব্য পুরুষ গুলি সেজে এসে নাট্যশালায় অভিনয় করুক। হে দীননাথ, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপনাদিগকে অস্বীকার করিয়া ভিতর হইতে সেই মানুষগুলিকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার চরণতলে তাহাদিগকে প্রণত রাখি; মা, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখের আলাপ।

২৬শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পিতা, হে অত্যন্ত নিকট বন্ধু, ভক্ত বলেন যে, তোমার নাম হউক হরি, আর আমার নাম হউক হরিসুখ। ভক্ত এই নামটি অভিলাষ করেন, এই নামটির উপযুক্ত হইতে চান। তোমার কাছে একটা সুখ আছে যাহা মানুষকে খুব সুখী করিতে পারে। পিতা, সংসার এবং পাপে সন্তপ্ত হইলে একটা সুখের হরিকে চাই। ইচ্ছা হয় একজন কাহারো কাছে যাই যাহার সঙ্গে কথা বলিলেই মনে সুখ হয়। সুখের কথোপকথন হইবার জন্য দুঃখী পৃথিবী তোমাকে প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত করিল। তুমি সেই বন্ধু যিনি অন্য সকলে দুঃখ দিলে সুখ দেন। হে দয়াল, হরিসুখ তোমাকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হয়। বিপদের সময়, কষ্টের সময় আরাম তুমি। রোগের সময় সুচিকিৎসক হইয়া ঔষধ দিবে। অন্য লোকে কথা কহিল না, কিন্তু এমন এক জন আছেন যাঁহার সঙ্গে কথা কহিলে সকল দুঃখ দূর হয়। বন্ধুতার একটি বিশেষ লক্ষণ, কথা কহিয়া সুখী হওয়া। অতএব আমরা চাই তোমার সঙ্গে গল্প করিব, কথা কহিব। হরিসুখ যে, সে সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িয়া ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে তোমার সঙ্গে কথা কহিবে। বন্ধু বলে "তোমার সঙ্গে কথা বলিব, আর প্রাণ জুড়াব।

সর্ব্বদা বড় বড় উপাসনা করিবার কি দরকার? হে পরমেশ্বর, তুমি মানুষের সুখ হও। তুমি ভক্তদের সুখ হও। তাহা হইলে প্রত্যেক ভক্ত হরিসুখ হইবেন। আমরা চাই যে যার সঙ্গে যখন তখন সহজে কথা বলিয়া সুখী হইব। তাহা হইলে ধর্ম্ম কেমন সহজ হইল! তোমার পূজা অর্চ্চনা কেমন সুমিষ্ট হইল। আর সকল দুঃখ হরণের কেমন সহজ উপায় হইল। মা দয়াময়ী, তুমি দয়া করিয়া কথা কহিবার একটা জায়গা করিয়া দাও। উপাসনা করা, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। দীনদয়াল, দুঃখরাশি পৃথিবীতে, তাহা জুড়াইবার কি উপায় নাই? আছে, এই কথা কওয়াতে। মা, তোমার সঙ্গে সহজে কথা কহিব। সব হইবে। তোমার দর্শন উপাসনা সব হইবে। সংসারের উত্তাপে, পাপের উত্তাপে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, এই ত্রিবিধ উত্তাপে মানুষ গেল। এখন ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া তোমার সঙ্গে শীতল হইতে চায়। হে করুণাময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলিয়া প্রাণ শীতল করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গোপনে প্রেম।

২৭শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পরমদয়াল, এই ভূমণ্ডলের আদি কারণ, যিনি যাহা বলুন, সকল মঙ্গল তোমার চরণে। আমরা বার বার দেখিলাম মঙ্গলের স্রোত ঐ এক হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও নাই। তুমি লুকাইয়া থাক এজন্য লোকের মধ্যে এত বাদানুবাদ। যদি তোমার একটা হাত থাকিত, আর তাহা হইতে ক্রমাগত কল্যাণ ছড়াইতে, তাহা হইলে, দেখিত, মানিত। কিন্তু এ যে গুপ্ত প্রেম। প্রেমের ঠাকুর, আমাদের জীবনের অনেক ভাগ আছে। কতকটা শিক্ষা সম্বন্ধে, কতকটা রাজ্য সম্বন্ধে, কতক সমাজ সম্বন্ধে। লোক নিজে সুখ্যাতি লইতে চায়, বলে আমি এ করিলাম, ও করিলাম। হরি, মঙ্গলের কাজ তোমা ভিন্ন হয় না। মঙ্গল মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে মঙ্গল। মঙ্গল ভিন্ন ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ভিন্ন মঙ্গল নাই; এইটি ভাল করিয়া প্রাণে বিশ্বাস করিতে দাও। গৃহস্থ মঙ্গল দেখে, মঙ্গলদাতাকে দেখে না। দয়াসিন্ধু, কি হবে বল? কেমন করিয়া আমরা বিশ্বাসী হইব? এইটি বিশ্বাস করিতে দাও যে, কোন মঙ্গল সমাজ সম্বন্ধে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আসে না তোমার কৃপা ভিন্ন। সব দয়ালের খাতায় লেখা। অন্নদায়িনী, পুণ্যদায়িনী, ভক্তিদায়িনী জননী তুমি। দয়াল, তুমি গোপনে উপকার কর। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ

কর আমরা যেন তোমার এই সকল প্রেমের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে মুক্ত হইয়া চিরকাল তোমার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারি, গতিনাথ, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চির যৌবন।

২৮শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে প্রেমময়, আমরা যদি বৃদ্ধ হইয়া যাই তবে পৃথিবীতে যুবা থাকিবে কে? বিশ্বাসী পুরুষদের বার্দ্ধক্য কিরূপে সম্ভব বুঝিতে পারি না। রোগ বিপদ বিঘ্ন শোক বুঝিতে পারি, কিন্তু বার্দ্ধক্য বুঝিতে পারি না। এ যেন অবিশ্বাসীর লক্ষণ মনে হয়। পরলোক যদি নূতন জীবন হয় তবে বার্দ্ধক্য কোথায়? যদি এইটুকু যৌবনের ভিতর আমাদের সব, তবে ধর্ম্মের গৌরব চলিয়া গেল; ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইল। ধর্ম্ম সাধকেরা কখন বৃদ্ধ হন নাই। মুষা কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনিত কত কাল পরে তোমাকে পাইয়াছিলেন? নিস্তেজ শুষ্ক হইলেই বৃদ্ধ হওয়া হয়। তবে প্রকৃত ভক্ত যাঁহারা তাঁহাদের কি বার্দ্ধক্য হয়? যাঁহাদের ধর্ম্ম চির নূতন, যাঁহাদের জীবনে চির বসন্ত তাঁহারা কি কখন বৃদ্ধ হন? সাধুরা বৃদ্ধ হইয়াও এমন বালক যে যুবারা তাহা দেখিয়া লজ্জিত হয়। পিতা, তুমি যেমন বৃদ্ধ এমন বৃদ্ধ আর কে? তুমি যেমন বালক এমন আর কে? তুমি যেমন পুরাতন এমন আর কে? তুমি যেমন নবীন

এমন আর কে ? তুমি পিতা হইয়া যখন কখনো বৃদ্ধ হইলে না, তখন আমরা ছেলে হইয়া কেন বৃদ্ধ হইব ? নববিধানে চির বাল্য, চির নূতনত্ব। হে দয়াল, এই শরীরকে যত দিন পৃথিবীতে রাখিবে ইহাকে যুবাধর্ম্মের আকর করিয়া রাখ। এই মন যত দিন এখানে থাকিবে ইহাকে চিরদিন নূতন করিয়া রাখ। হে পিতা, সংসারের তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য্যে যদি আমাদের মতি থাকে, তবে আমরা চিরকাল যুবা থাকিব। যৌবনের উৎসাহে তেজে তোমার কার্য্য করিব। দয়াময়, তোমার পুত্র কখন বৃদ্ধ হন না। তাঁহার লক্ষ বৎসর বয়স হইলেও তিনি যৌবনের অনুরাগ উদ্যম উৎসাহে পূর্ণ থাকেন ; কিন্তু বিশ্বাস ভিন্ন ইহা হয় না। অতএব, ভগবান, একবার দয়া করিয়া আমাদের বক্ষঃস্থলে পদার্পণ কর। খুব উৎসাহিত হই, আর তোমায় খুব ভালবাসি। তুমি কাছে এসে সর্ব্বদা খুব অনুরাগ উদ্দীপন কর। হে প্রেমসিন্ধু, আমাদের উপর পৃথিবীর আক্রমণ দেখিতেছ ত ? শরীরের অবস্থা দেখিতেছ ত ? এখন তুমি আমাদিগকে নূতন বল, উৎসাহ দাও। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন কখন বৃদ্ধ না হই, কিন্তু চির নবীন যৌবনে তোমার নববিধানের, তোমার স্বর্গের নব আনন্দ ভোগ করিয়া সুখী এবং শুদ্ধ হইতে পারি, মা, তুমি গরিবদিগের উপর প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আত্মজয়।

২৯শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে কল্পতরু, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ক্রিয়া মনকে দমন করা। রিপু সকলকে দমন করা, স্বভাবকে বশে রাখা, এই বাস্তবিক বীরত্ব। এই যথার্থ অলৌকিক অসামান্য ক্রিয়া। স্বভাবকে জয় করাই বীরের কার্য্য। পিতা, আমরা নীতির বীরত্বকে সর্ব্বদা প্রশংসা দিব এবং দুর্নীতিকে নিন্দার বস্তু বলিব। হে পিতা, কেহ কেবল উপাসনা করিলে, যোগে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে, একটু পরোপকার করিলে, আমাদের প্রশংসা যেন না পায়। কিন্তু স্বভাবকে জয় করিলেই আমরা প্রশংসা করিব। যে কেহ মনের একটা পুরাতন পাপ ত্যাগ করিবেন আমরা "ধন্য বীরশ্রেষ্ঠ, ধন্য বীরশ্রেষ্ঠ" বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব। মন দমন করার ন্যায় আর কিছুই নাই। পিতা, যে মানুষ ২৫।৩০ বৎসরের সাধনের পর যেমন ছিল তেমনি থাকিল, তবে আমাদের শ্রদ্ধা পাইবে কিরূপে? আমরাই বা পরস্পর শ্রদ্ধা দিব কিরূপে যদি মনের ছোট ছোট দোষ গুলি যেমন ছিল তেমনি থাকে? এই স্বভাবজয়ই অলৌকিক ক্রিয়া। আমরা জিতেন্দ্রিয় নীতিপরায়ণ হইবার জন্য বহু দিন অভিলাষ করিয়া আছি। মনকে দমন করিতে চাই, বশীভূত করিতে চাই। আমরা লোককে দেখাইতে চাই যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছি; দেখাইতে

চাই যে আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে আকাশে উড়িতে পারি। আমাদের দলের লোকগুলি পুরাতন রোগগুলি ছাড়িয়াছে কি না দেখিব, স্বার্থপরতা ছাড়িয়া প্রেমিক হইয়াছি কি না, ঈর্ষা রাগ লোভ ছাড়িয়াছি কি না, দেখিব। হে দয়াময়, সুবুদ্ধি দাও; স্বভাবের যত পাপ ছিল সমুদয় জয় করিয়াছি কি না দেখিব। সুবিধার ধর্ম্মকে আমরা সুখ্যাতি দিব না। যদি আত্মজয়ী হইতে পারেন তবে পরস্পরকে প্রশংসা দিব। হরি, আমাদের মধ্যে শাসন রাখ। আমরা দুর্ব্বলতা জয় করিব, স্বভাবকে জয় করিব। লোককে দেখাইব যে আগেকার লোকে যেমন জলের উপরে চলিতেন, আকাশে উড়িতেন, আমরা তেমনি অলৌকিক কার্য্য করিতেছি। হে প্রভু, নববিধান আমাদিগকে এই বিষয়ে উপকৃত করুন। আমরা যেন এই উপকার তাঁহার কাছে পাই, যেন স্বভাবকে জয় করিতে পারি। হে করুণাময়, হে দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া মনে ধর্ম্মের নূতন ভাব সকল লাভ করিয়া পুরাতন দোষ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, মা, গরিব বলিয়া তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনে নববিধানের মহিমা প্রমাণ।

১লা মে, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে বিশ্বনিয়ন্তা, মানুষের জীবনে যাহা ঘটে তাহা স্থায়ী নহে। কিন্তু মৃত্যুর পর যাহা থাকে তাহাই স্থায়ী। তোমার পবিত্র নববিধানকে লোকে, আমরা কি করিয়াছি, কি করি, তাহা দ্বারা পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু আমরা কি রাখিয়া যাইব তাহা দ্বারা লোকে ইহাকে পরীক্ষা করিবে। আমরা কি রাখিয়া যাইব যাহা দ্বারা লোকে নববিধানকে স্বর্গীয় পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে? তোমাকে বারম্বার ডাকিতেছি, হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে দাও। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদিগের বিষয় কি ভাবিবে? আমরা লোককে বলিতেছি শাক্যের, ঈশার, গৌরাঙ্গের, মহম্মদের, নানকের বিধান যেমন, আমাদের বিধান তেমনি। আমরা অন্যান্য বড় বড় বিধানের সঙ্গে এই বিধানকে শ্রেণীভুক্ত করি। কিন্তু তাঁহাদের বিধানমত জলন্ত ঈশ্বরদর্শন কৈ, বিশ্বাস কৈ, সাধকশ্রেণী কৈ বাড়িতেছে, দীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতেছে কৈ? পরমেশ্বর, আমরা ঈশা মূষার মত বড় বড় কথা বলিয়াছি। এখন, প্রভু, শেষ রক্ষা যাহাতে হয় অনুগ্রহ করিয়া তাহাই বিধান কর। পরমেশ্বর, আমরা আপনারা মিলিয়া এই বিধানের জ্যোতি দুই দিনে নিবাইয়া দিব; দিয়া অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইব। পিতা, আমরা যাহাতে ভারি একটা কিছু

করিয়া যাইতে পারি তাহাই কর। শ্রীঈশা স্বর্গ হইতে নামিলেন; দুই হাতে পুণ্য প্রেম বিলাইলেন। আমরা তাঁহার পথাবলম্বী। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিত্রাণ বিলাইলেন—আমরা তাঁহাদের পথে বসিয়াছি। হে পরমেশ্বর, হয় আমরা ঠকাম করিয়াছি, নতুবা যেরূপে পারি জগতকে নববিধানের নবসমাচার নবমন্ত্র গ্রহণ করাইব। অতএব হে ঈশ্বর, আরো ভক্তি দাও, প্রেমিক কর। এখন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আর বলে না যে প্রত্যাদেশ পাই, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে, আমরা কয়জন কেবল এই শ্মশানে বসিয়া আছি। সজীব ধর্ম্মের বিধান আর নাই, কেবল এই এক খানি। তবে চালাও এই রথ। উৎসাহিত কর, আরো প্রেমে উন্মত্ত কর। আমরা যে সব কথা বলিয়াছি তাহা যেন ফিরাইয়া লইতে না হয়। আমাদিগকে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কর। আসল কাজে মতি দাও; প্রায় সকলে শুইয়া পড়িয়াছে। সে তেজের বিশ্বাস নাই। আর দলে লোক আনিবার চেষ্টা নাই। পিতা, কিছু রেখে যেতে পারিব না। এজন্য এই ভিক্ষা করি তোমার চরণে যে, মরিবার পূর্ব্বে যেন দশ হাজার লোক তোমার চরণে আনিতে পারি, আর তোমার বিজয় নিশানের গৌরব খুব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এ বিষয়ে সহায় হও। হে কৃপাময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন খুব অগ্নিময় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ঈশা মুষা যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে

গিয়া নববিধানের গৌরব পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নবধর্ম্মে নবভাব।

২রা মে, ১৮৮২।

হে দয়ার সাগর, হে দুঃখীর আশা ভরসা, তোমারি যে আমরা, আমরা আর কাহারো নই। কি করিলে ইহা আমরা বুঝাইয়া দিতে পারি? আমরা অন্য লোকের মত হইব না, বিষয়ীদের মত বিষয় কার্য্য করিব না। প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব না। আমাদের নূতন ধর্ম্মের নূতন ব্যবহার দেখিয়া জগতের লোক বুঝিবে নববিধানের নব ব্যবহার কি। তাহাত কিছুই হইল না? আমাদের মুখে প্রাচীন সুখ, প্রাচীন শোক। একটা নূতন ধর্ম্মের নূতন ছবি, নূতন চরিত্র, আমরা দেখাইতে পারিলাম না। গতিনাথ, তুমি গতি করিয়া দিবে, কিন্তু নূতন প্রণালীতে দিবে। নববিধানের সব নূতন হইবেই হইবে। তুমি চাও যে এবার নূতন ভাবে নিরাকার হরিকে পূজা করিতে হইবে। হে ভক্তদের ঠাকুর, হে শ্রীহরি, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিতে দাও। তুমি পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দাও

কোন্ নূতন পথে চলিলে তোমার অভিপ্রায় মত চলা হইবে। নূতন যদি না হবে, তবে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় নাটক অভিনয় করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করে? আমরাত পুরাতন প্রণালীতে অভিনয় করিব না। খুব যোগী গম্ভীর থাকিতে হইবে, অথচ আমোদের মধ্যে পড়িতে হইবে। আমাদিগকে তোমার আদেশে জীবনে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; আবার নাট্যশালায় ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। নূতন ভাবে জীবন চালাইতে হইবে। পরমেশ্বর, আগেকার মত যোগ ধর্ম্ম হইবে, কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে পড়িতে হইবে। সব করিতে হইবে, অথচ তুমি বলিয়া দিতেছ, সব নূতন ভাবে করিতে হইবে। কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া বলিয়া দাও, কোন পথে যাইব, কিরূপ কার্য্য করিব। হে মাতঃ, হে দয়াময়ী, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট নববিধানের পথ অবলম্বন করিয়া, তোমার নবরসের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া, তোমার নবধর্ম্মের তেজ বিস্তার করিয়া কৃতার্থ হই, তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার পুরাতন আশ্রিত লোকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবালয়ে নিয়মিত পূজা।

৩রা মে, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে অপার করুণাসিন্ধু, আমাদিগের অবস্থা ভাল নয় ইহা আর কত বার বলা যাইবে? রোগের কথা বলিলেও অবস্থা বিশেষে বাড়ে, আবার রোগ গোপন করিলেও রোগ বাড়ে। চিকিৎসক, ইহার ঔষধ কি? রোগ প্রতীকারের ভার কে লইবে? হে ঈশ্বর, তোমার আদেশে সংসারে যদি না চলি, তাহা হইলে আমাদের বিষম কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা এমন উৎকৃষ্ট দান পাইয়া অবহেলা করিলাম। এমন সকল উৎকৃষ্ট নীতি পাইয়া অবহেলা করিলাম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত শীঘ্র শীঘ্র করি। হে দয়াময়, এক জনও আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ হইল না। কার্য্যক্ষেত্রে সকলকে দেখিতে পাইব; কিন্তু নীতির ঘরে, যোগের ঘরে, উপাসনার ঘরে, ভক্তির ঘরে লোক কৈ? এই এক নাটক শত্রু আসিতেছে। যাহা নীতি ছিল আমাদের মধ্যে তাহাও বোধ হয় এবার যাইবে। খুব উচ্চ পরীক্ষিত লোক না হইলে অভিনয় করিতে পারিবে না। এবার এই প্রলোভনের মধ্যে তোমার দুর্ব্বল সন্তানদের রক্ষা করিও। সহস্র কাজ থাকিলেও নিয়মিত রূপে এ ঘরে আসিতে হইবে। আমরা যত দিন পৃথিবীতে থাকিব রাজভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, তোমার উপাসনা, এসবত থাকিবেই। দয়াময়, আমাদের মন কেন

ভাঙ্গিয়া যায়? মাতঃ, তোমার ঘরের প্রতি অনাস্থা কেন হয়? এ ঘর ঝাড়া ত কোন সাধক তাঁদের কাজ মনে করেন না। তাঁরা কেন দেবালয়ের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না? তোমার বসিবার ঘরত কেহ ঝাড়েন না? ভক্তদের মধ্যেত কেহ এ ঘর ভালবাসেন না? রৌদ্রে তুফানে বৃষ্টিতে তোমার ঘর অপরিষ্কার হয়, কেহ দেখেন না। মা, তোমার বড় অপমানের অবস্থা, স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিলে কি হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মা, আমাদের প্রাণটা অচেতন, পাথরের মত। দোহাই মা, তোমার কাছে হাত যোড় করে প্রার্থনা করিতেছি দয়া করে নিয়মগুলি বলে দাও। কোন্ সময় তোমার পূজা করিতে আসিব বলিয়া দাও। কাল হইতে আমরা নয় টার মধ্যে তোমার পূজার ঘরে হাজির হইতে চেষ্টা করিব। অঙ্গীকার করিতে পারি না, কি জানি কি হয়। কিন্তু তোমার আদেশ মনে করিলাম। হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন ঠাকুরঘরে নিয়মিত আসিয়া, তোমার দেবালয়ে বসিয়া, দেবদেব মহাদেবের শ্রীচরণ নিয়মের সহিত ভক্তির সহিত পূজা করিয়া শুদ্ধ হইতে পারি, দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ

— [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানকে জয়ী করিব।

৬ষ্ঠা মে, ১৮৮২।

হে মঙ্গলময়, হে করুণাসিন্ধু, প্রত্যেক মনুষ্যের উচিত জয়লাভ করিতে চেষ্টা করা। পৃথিবীতে আমরা এই জন্য, ধর্ম্মকে জয়ী করিব, সত্যকে জয়ী করিব, তোমাকে জয়ী করিব; নববিধানকে জয়ী করিব। যে হারিয়া যায়, রিপু যাহাকে জয় করে, সে কাপুরুষ নীচ অধম লোক। সংগ্রাম হয়ত অনেক দিন করিতে হইবে, অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে, খুব কঠিন অবস্থায় পড়িতে হইবে, কিন্তু অবশেষে জয়ী হইব ইহা আমাদের লক্ষ্য থাকিবে। পরমেশ্বর, আমরা কত দিন নীচ হইয়া থাকিব? ধন্য সেই বীর, যিনি রিপুর নিকট পরাজিত হন না, মানুষের কথা শুনিয়া বলেন না, নববৃন্দাবন স্থাপন না করিয়া যিনি যমের বাড়ী যাইবেন না। দয়াময়, আমরা নরদেহ ধারণ করি না, দেবদেহ ধারণ করি। এ আত্মা কি পাষণ্ডের না দেবতার, এ জীবন কি কাপুরুষের না বীরের? হে ঈশ্বর, বাস্তবিক একটু সেই ইংরাজ জাতির সাহস, সেই মহারাষ্ট্র জাতির বীরত্ব আমাদের রক্তের ভিতর না আসিলে চলিবে না। তোমার এই দল যদি অবসন্ন দল হইল তাহা হইলে আর মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই। প্রেমের জয় কৈ হইল? এ ত স্বার্থপরতার জয়, এ ত রাগের জয়; মেষের জয় কৈ হইল? নির্দ্দোষ শান্ত-স্বভাব সুশীল কপোতের জয় হইবে ব্যাঘ্রের উপর। নির্লো

ভীর জয় হইবে, সত্যবাদীর জয় হইবে। ধন্য শান্তিসংস্থাপকেরা, কারণ তাঁহাদেরই জয় হইবে। আমাদিগকে দিগ্বিজয়ী কর। আমরা বাস্তবিক বন্দীজাতি হইয়াছি। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্র হইয়াছি। রিপুরা প্রবল হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিয়া আমাদিগকে আরও জড়াইয়া ধরিতেছে, দুর্ব্বল দেখিয়া সকলে আক্রমণ করিতেছে। এজন্য হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি; হে দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম, তুমি তোমার ব্রাহ্মণদের শূদ্রত্ব হইতে বাঁচাইয়া তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মত্ব, রক্ষা কর। আমরা জয়ী হইবই; স্ত্রীকে জয় করিয়া ভালপথে আনিব, সন্তানদের জয় করিয়া এই পথে আনিব। তোমার মহিমার নিশাণ উড়াইব। মা, শূদ্রের নীচতা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। মা অসুরনাশিনী, এবার কি তুমি হারিবে আর শয়তান জিতিবে? না, কখনই দুরাচার নাস্তিকতার জয় হবে না। দয়াল নামের জয় হইবেই। তুমি অসুরনাশিনী মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াও, আমাদের নিস্তেজ রক্তে তেজ দাও, আমরা দয়াল দয়াল বলিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে করিতে শত্রুজয় করি, রিপুদল সংহার করি। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রসাদে জয়ী হইয়া শত্রু দলকে সংহার করিয়া তোমার রাজ্য বিস্তার করিতে পারি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

উচ্চ চিন্তায় উন্নতি।

৫ই মে, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, এই বিধান রাজ্যের রাজাধিরাজ, জীবনের উচ্চ কাজ ভাবিলে মানুষ উচ্চ হয়, নীচ কাজ ভাবিলে নীচ হয়। যে বিষয় ভাবে মানুষ, সেই রকমই হইয়া যায়। কেহ কেহ জেয়াদা বড় বিষয় ভাবিতে চায় না, সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে; মনের চিন্তা দমন করিবার চেষ্টা করিল না, মনের চিন্তাকে উচ্চ করিতে চেষ্টা করিল না। এই চিন্তাতেই মানুষ কীট হইয়া যায়, আবার এই চিন্তাতেই মানুষ দেবতা হইয়া যায়। অতএব মধ্যে মধ্যে চিন্তা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। পরমেশ্বর, উচ্চতা আর হইল না। আমি যদি ঋষিদের ভাবি ঋষি হইব, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষদের ভাবি, জিতেন্দ্রিয় হইব। যদি যোগ-কুটীর ভাবি যোগী হইব; আর যদি নীচ চিন্তা করি, নীচ হইয়া যাইব, আপনার মহত্ব হারাইয়া নীচ শূদ্রত্ব পাইব। আমরা যদি ভাবি কিসে নববিধান স্থাপিত হইবে, যদি ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবি, উচ্চ হইয়া যাইব। পরমেশ্বর, যে যাহা ভাবে তাহার চরিত্র সেইরূপ। উচ্চ সাধক উচ্চ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছেন, তাঁহার আর সামান্য বিষয় ভাবি-বার সময় নাই। যোগের যাঁহারা লোক তাঁহারা সংসারের বিষয় ভাবিবেন কিরূপে? ভাবিতে পারেন না। যাঁহারা উদার ক্ষমা-

শীল তাঁহারাত ঝগড়ার বিষয় ভাবিতে পারেন না। অতএব, হে ঈশ্বর, আমাদের চিন্তাগুলি আরো উচ্চ কর। নববিধানের উচ্চ চিন্তা করা কৈ হইল ? ক্ষুদ্র চিন্তা যেন আর মনের মধ্যে প্রবেশ না করে। উন্নত কর, হাত ধরিয়া স্বর্গে লইয়া চল ; বড় সভায় বসিয়া উচ্চ ভাব মনে আনি। মনের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দাও, যেন নীচ ভাব গুলি আসিতে না পারে। দেবসন্তানদিগকে নীচ হইয়া যাইতে দিও না। ঠাকুর, খুব উন্নত কর। স্বর্গের দিকের জানালা গুলি খুলিয়া দাও। স্বর্গের পবিত্র বায়ু আসিয়া স্পর্শ করুক। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখি। হে কৃপাময়, হে সকল মহত্ত্বের আকর, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল নীচ চিন্তা ফেলিয়া দিয়া, আমরা কাহার সন্তান, কি করিতে আসিয়াছি, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উচ্চ প্রকৃতি হইয়া তোমার ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকিতে পারি, তুমি গরিবদের উপর প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহজ মাতৃরূপ।

৬ই মে, ১৮৮২।

হে দুর্ব্বলের বল, হে অনাথনাথ, রোগ বুঝিয়াই ঔষধ দিয়াছ। অভাব বুঝিয়াই উপায় করিয়াছ। তুমি যে বর্ত্তমান

সুন্দরে কি আশ্চর্য্য রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছ তাহা পৃথিবী এখন বুঝিল না, পরে বুঝিবে। হে দয়াল, বেদ বেদান্তের সময় কি কঠিন ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। পৌত্তলিকতার সময় কি বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে তুষ্ট করিবে বলিয়া ফরমাশ্ দিয়া মর্ত্তে প্রেরণ করিলে। যত রকম দেবতা কল্পনা হয়েছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে দেবতা তাই তুমি প্রেরণ করিলে আমাদের মধ্যে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময় অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। আমরা যে ধন পেয়েছি এমন কেহ পায় নাই। অভাব বুঝে তুমি উপায় করিলে। বার বার তোমাকে প্রণাম করি। নববিধানের সময় বিশেষ দয়া করিয়া বিশেষ মুর্ত্তিখানি পাঠাইলে। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ রহিল না, যুবা বৃদ্ধের ভিন্নতা রহিল না। লোকভয় শাস্ত্রভয় রহিল না। একি জীব তরাইবার বিশেষ আয়োজন নয়? জগদীশ, এই ঘরে বসিয়া ভাল করিয়া সাধন করি আর না করি, পুণ্যাত্মা হই আর না হই, শাস্ত্র পড়ি আর না পড়ি, একবার "মা" বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা দিয়াছ। কৃপাসিন্ধু, তোমার এই সুমিষ্ট নামটি আমাদের প্রতিদিনের সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও। সহজে 'মা' বলে তোমার স্তন পান করিতে পারি, সহজে কষ্ট বিপদে তোমায় ডাকিয়া শান্তি পাইতে পারি, সহজে তোমার চরণ ধরিয়া ডাকিতে পারি। মা, তোমার বিশেষ দয়া দেখিলাম তোমার এই মাতৃরূপে। এমন সহজে তুমি আর কোন্ সম্প্র-

দায়ের কাছে দেখা দিয়াছ? এক আধ জন এদিক ওদিকে এইরূপে তোমায় দেখিয়াছে। কিন্তু কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেত এই মত দেখি নাই? কি শুভক্ষণে আমরা আসিয়াছি! কি সৌভাগ্য আমাদের। রোগে শোকে পাপে তাপে মলিন হইয়াও এমন ধন পাইয়াছি। হে কৃপাসিন্ধু, হে পতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন আমাদের প্রতি তোমার বিশেষ কৃপা দেখিয়া তোমার চরণে পড়িয়া তোমার কৃতজ্ঞতা ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করি, মা তুমি আজ গরিবদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয়ের জন্য বালকত্ব।

৭ই মে, ১৮৮২।

হে দয়াময়, বিধাতা, জীবনের অবশিষ্ট অংশ তুমি পবিত্র করিয়া দাও। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এ পথটুকু লইয়া যাও। কোথা হইতে অভিনয় আসিয়া এই পথে আমাদিগকে ধরিল। বৃদ্ধের পক্ষে এ শখ আমোদ কি ভাল? না এই নাটকের ভিতর তোমার কোন অভিপ্রায় আছে? বার্দ্ধক্য যৌবন হইবে, যৌবন কেন বাল্য হইবে। স্বর্গরাজ্য এইরূপ যে এক বৃদ্ধ ছিল সে শিশু হইল শিশুর ন্যায় খেলা করিতেছে। শ্রীহরি, বালক না হইলে চলিবে না। বালকের

মত সরল হইয়া আমরা নাট্যশালায় খেলা করিব। বালক না হইলে সুখ নাই, শান্তি নাই। বৃদ্ধের গম্ভীর ভাবে সুখ নাই, ঢের অশান্তি আছে। হে পিতা, আমাদের উপস্থিত অভিনয়ে তুমি আমাদিগকে যৌবনে অভিষিক্ত কর। তার পর আরো পশ্চাতে লইয়া গিয়া বালক কর। বালকের মত সুকুমারমতি কর, নির্দ্দোষ কর। বার্দ্ধক্যের কুটিলতা দূর কর। বালক না হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে কেহ পারিবে না। সংসারের নাট্যশালায় বালক যে তাহারই জয় হয়, বালিকা যে তাহারই জয় হয়। হে কৃপাসিন্ধু, হে পতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সংসারের কুটিল পথ ছাড়িয়া সকল প্রকার কটুভাব ত্যাগ করিয়া বালকের মত সরল, নির্দ্দোষ ও শুদ্ধ হইতে পারি, মা অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধান রক্ষা।

৮ই মে, ১৮৮২।

হে দয়ার সাগর, হে যুবা বালক বৃদ্ধের পিতা মাতা, তোমার দলের মধ্যে রোগের উৎপাত তুমি দেখিতেছ। রোগের উপদ্রব বন্ধু না সহ্য করিতেছে। তোমার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, কত কৃষক আসিত আগে বীজ পুঁতিবার সময়, ধান-

কাটিবার সময়! ফসলের অধিকারী কে হইবে বল? ক্রমে লোক কমিতেছে, কার্য্যক্ষেত্রে এবং তোমার উপাসনা মন্দিরে। হরি, আমাদের এ রাজ্য মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা নাই যে একজনের অনুপস্থিতিতে নূতন লোক আসিয়া তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। পরমেশ্বর, রোগ হয় কেন, শোক হয় কেন, কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস হয় কেন? একজন কার্য্যে অনুপস্থিত হইলে আর একজন তাহার ভার লইতে পারে না। নানা কারণে কাজ পড়িয়া থাকে। প্রেমসিন্ধু, ইহার ভিতর শিক্ষা আছে। যদি শত্রুদলের ভিতর লোক সংখ্যা বাড়ে আর আমাদিগের ভিতর কমে, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য-ভার লইবেই লইবে। আমরা যদি অক্ষম হই তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে আসিবে। এই কি বিধাতার বিধি? পিতা, রোগে শোকে তোমার কার্য্য অসমাপ্ত রহিল। মা বলে ডাকিতাম অনেক ভাই বলে; এখন অনেক কম ভাই হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের দল সরিয়া গিয়াছে, বালক যুবার দল কমিয়া যাইতেছে। উপাসনার ঘরে লোক কমিয়া গিয়াছে। এখানে কি কার্য্যভার লইতে নূতন লোকের যোগ্যতা হইবে না? যে সব লোক সরিয়া গিয়াছে তাহারা কি আর আসিবে? যে আসন শূন্য হইয়াছে তাহা কি আর পূরিবে না? 'এলো, এলো' বলিতে বলিতে শত্রু দল আসিয়া হস্ত হইতে কার্য্যভার কাড়িয়া লইবে? আর তেমন জমাট নাই। তোমার সঙ্গে আর তেমন সদা-লাপ হয় না। তোমার সিংহাসনের চারিদিকে আর তেমন

বসি না। বাড়ী যে গেল গেল হইয়াছে। এমন সময় একটু টুকুস্। টুকুস্ করিয়া কার্য্য করা? এত বড় রাজ্যের কার্য্য চালাতে কি একটু পড়িলে, একটু লিখিলেই হইবে? নববিধানের ছাদ এত বড়! পুরাতন থাম গুলি জীর্ণ, সংস্কার করিতে হইবে, নূতন থাম বাড়াইতে হইবে, নতুবা এত বড় এমারৎ রক্ষা পাইবে কি রূপে? হরি হে, এখন তুমিই ভরসা। তোমার নববিধান পূর্ণ হবেই, এখন না হউক পরে হবে; দুই হাজার তিন হাজার বৎসর পরে হইতে পারে। আমাদের পাঁচ জনের ঝগড়া হইল বলিয়া, শরীর খারাপ হইল বলিয়া কি নববিধান পূর্ণ হইবে না? হরি, যে বীজ পোঁতে সেও কেউ নয়, যে জল দেয় সেও কেউ নয়। মাই সকলের মূল। হরি হে, এই প্রার্থনা করিতেছি যে সঙ্কটকালে তোমায় দীনবন্ধু বলিয়া তোমাকে অবলম্বন করিয়া থাকি। দয়াময়, তোমার এত দিনের দলকে রক্ষা কর। আমরা যেন ভাল করিয়া হরিনাম করিয়া সব পাপ হইতে বাঁচি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন আবার ভাল করিয়া তোমার কাজ করিতে পারি এবং তোমার নববিধানের অট্টালিকা গাঁথিয়া তাহার ভিতর বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। মা, তুমি পরিবদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব অনুরাগ।

৯ই মে, ১৮৮২।

হে দীনশরণ, দুর্ব্বলের বল, আমাদের মধ্যে আছে কেবল দেখিতেছি নূতন ভাবের আলো, নূতন কথার প্রকাশ। যত কিছু আমাদের মধ্যে বিঘ্ন দেখিতেছি, ইহাও দেখিতেছি যে, নূতন ভাব ও কথার স্রোত এখনো বন্ধ হয় নাই। অভিনয় ব্যাপার যে ধর্ম্মজগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য তাহা লোকে দেখুক। উচ্চতম যোগের পার্শ্বে যে নাটকের আমোদ কেন তাহা, ঠাকুর, তুমি এবার বুঝাইয়া দিবে। এখনো মনে হয় এক এক দিন এক একটা অদ্ভুত কথা যোগ ভক্তি সম্বন্ধে উঠিতে পারে, যাহা শুনিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইবে। হে হরি, তোমার বিধান এখনো ফুরায় নাই, তোমার ভাণ্ডার এখনো শূন্য হয় নাই। এখনো যদি আমরা তোমার সঙ্গে চলি, নূতন দেশে যাইতে পারিব, নূতন ফুল দেখিতে পাইব। কিন্তু হরি, কোন্ কোন বিষয় আর নূতন নাই? সেটি ভালবাসা। আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আগেকার ভালবাসার ভিতর, সেবার ভিতর মিষ্টতা ছিল, সেটুকু গিয়াছে, তাহার রস শুকাইয়াছে। তখনকার মত নব অনুরাগের মিষ্টতা নাই। এখন কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। সে সবই আছে কিন্তু প্রেম টানিবার ক্ষমতা আর নাই। পুরাতন লোকদের উপর আর সে নূতন

প্রেম হয় না। আজ কাল কর্ত্তব্য বলিয়া অনেক কাজ করি আগে যাহা ভালবাসার সহিত করিতাম। প্রেমের সহিত কর্ত্তব্য আর এখন করিতে পারি না, ভালবাসার সহিত সেবা আর কেহ করে না। প্রভু, আগেকার মত সেই সদ্যজাত সুমিষ্ট নব অনুরাগ দাও। পরস্পরের সঙ্গ আর তেমন মধুময় নাই। তবে তোমার চরণ ধরে জিজ্ঞাসা করি আর কি কিছু আসিবে না? দূরের ভাইরা আমাদিগকে যে রকম ভালবাসে ইঁহারাত পরস্পরকে সে রকম ভালবাসে না। দয়াময়, জিজ্ঞাসা করি, আবার কি সে রকম হয় না? পিতা, চির প্রেমের নববিধান, নব অনুরাগের নববিধান, যিনি চিরকাল সকলকে প্রেমে বাঁধেন তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। দয়াময়, নব অনুরাগ দাও। হে জননী, আমরা প্রেমের আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সার আড়ম্বর শূন্য ভালবাসা যাহা তাহাই পরস্পরকে দিয়া সুখী হই। ভালবাসার অভাবে প্রাণ ক্লিষ্ট হইয়াছে। চাই সেই আগেকার ভালবাসা, দুঃখীদের ভালবাসা। হে কৃপাসিন্ধু, হে পতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন নববিধানের আশ্রয়ে থাকিয়া পরস্পরকে নব অনুরাগ দিই এবং আন্তরিক প্রেমে চিরকাল বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ অনুভব করি, মা, তুমি প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিচারের শাসন।

১২ই মে, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে সঙ্কটনিবারণ, বলিয়া যাওয়া আর করিয়া যাওয়া আমাদের কর্ম্ম। ফলাফল, বিশ্বপতি, তোমার হাতে। যাহা বলিবার বলিয়া যাইব। মৃত্যুর দিনে হিসাব হইলে ঠিক হইবে, যাহা বলিবার ছিল তাহা আর করিবার অবিশিষ্ট নাই। ফল পাই না পাই, যাহা কার্য্য আমাদের আছে তাহা ষোল আনা করিতে হইবে। প্রত্যেকের কার্য্য ঠিক করিয়া লইতে হইবে। হে ঈশ্বর, ভবিষ্যত তোমার হস্তে, সেদিকে যেন আমরা দৃষ্টি না করি। হে প্রেমানন্দ, তোমার আনন্দের সকল তত্ত্ব কি আমরা করিয়াছি? যাহা বলিবার ছিল তাহা কি আমরা বলিয়াছি? হে ঈশ্বর, তোমার বিচার ভিন্ন ধর্ম্ম স্থির হয় না। এজন্য তোমার ঈশার শিষ্যেরা বিচারের একটা বিশেষ মত স্থাপন করিয়াছেন। নববিধান বলেন ইহার ভিতর একটা সত্য হইবে। মৃত্যুর শয্যায় তোমার প্রত্যেক দাসের বিচার নিষ্পত্তি হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। আমরা গুরু মানি শিক্ষার জন্য, পিতা মানি, মাতা মানি, বন্ধু মানি, কিন্তু বিচারের সিংহাসন খালি রহিয়াছে। আমাদের কোন শাসনের বন্ধন নাই। আমরা প্রত্যেকে কাজ লইতে পারি, ছাড়িতে পারি, যেরূপ রুচি ইচ্ছা মনে রাখিতে পারি, ছাড়িতে পারি। ঈশ্বর, তুমি এত বড় রাজাধিরাজ, তোমার

রাজ্যে বিচারকর্ত্তা নাই ইহা বড় অসম্ভব। রুচি দমন কে করে, কথা শাসন কে করে, নিবৃত্তি করিতে কে আছে? কেহ নাই দেখিতেছি শাসন করিবার। তোমার রাজ্য তবে অরাজক? আমরা বিচারের ইচ্ছা করি না বটে কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাহা অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। দয়াময়, তুমি বিচারপতি হইয়া আমাদিগকে ন্যায়ের দণ্ড দাও। দয়াল, এত বড় বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্যে বিচারের আদালত একটিও নাই। এ অবিচারের রাজ্যে তবে থাকিব না। খ্রীষ্টীয় ভাব তবে নববিধানে আসুক, বিচার ইহার ভিতর লুকান আছে বটে। দয়াময়, তোমার প্রচার সভা কি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একত্রিত হইয়া প্রতিজনের দোষ আলোচনা করিতে পারেন না? কাহারও শাসন কি মানিব না? তোমার সভার শাসনকে কি ভয় করিব না? বিচার নাই? ন্যায় অন্যায় নাই? ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই? স্বেচ্ছাচারের দমন নাই? ঠাকুর, তুমি এস, বিচার কর। মৃত্যুর আগে যেন বলিতে পারি যে প্রভুর বিচারের নিদর্শন পত্র পাইয়াছি। দুই জন হয় পাঁচ জন হয় বিচারপতি নিয়োগ কর। তুমি বিচারের একটা ব্যবস্থা কর। প্রতিদিন তাহা হইলে শান্তি ও বিবেক লইয়া নিদ্রা যাইতে পারি। হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া একটা বিচারের কিছু ব্যবস্থা কর যদ্দ্বারা আমাদের দৈনিক জীবন নির্ম্মল হয়; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বার্দ্ধক্যে বাল্যসঞ্চার।

১৩ই মে, ১৮৮২।

হে দীনদয়াল, হে শান্তিদাতা, কিছু পুরস্কার সকলেই পায়। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে সকলেই কিছু পুরস্কার ইচ্ছা করে। কাজ করিয়া রাখিয়া গেলে থাকে না। মানুষ করিয়া রাখিয়া গেলে থাকে। কাজ এই আছে এই নাই। পৃথিবীতে রোগ বিপদ ঝড় আছে, নানা কারণে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তি স্থায়ী হয় না। কিন্তু মানুষ চিরকাল থাকে। বংশ চিরকাল থাকে। এজন্য এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের এই ভাব গুলি যেন এক এক পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে পরমেশ্বর, আমাদের দৃষ্টি যেন এখন এই দিকে থাকে। অন্য কাজে কাজ কি—যদি তোমার বিধান সমভূমি হয়ে যায়? কত গুলো কাজ রাখিয়া গেলে কি হইবে? হে ঈশ্বর, এই চিন্তা আমাদের মনকে সময়ে সময়ে চঞ্চল করে। যদি আমরা দশ পোনের বৎসর পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতাম, দেখিয়া যাইতাম স্বর্গের বাগানে খুব ফুল ফল হইতেছে, তোমার বাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক মিস্ত্রী খাটিতেছে। তোমার কাছে গিয়া হাসিতে হাসিতে আনন্দের সংবাদ দিতাম। কিন্তু, পিতা, এখন কি আমরা এই বলিয়া পরিতাপ করিব যে কেন ইহার পূর্ব্বে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাই নাই? গাছ উঠিবার সময় দেখিলাম, এখন কি গাছ ভাঙ্গিবার

সময় দেখিব ? যখন সিংহের মত উৎসাহে সকলে কার্য্য করিয়াছে তখন ছিলাম, এখন এই সময় ভাঙ্গা দেখিতে হইল ; যখন বল নাই, শক্তি নাই, উৎসাহ নাই ? পিতা, তোমার উপর সকল আশা। আমরা কেন অন্ধকার দেখিব ? সে যোগের গভীরতা, বিবেকের কঠোরতা, হৃদয়ের পবিত্রতা নাই। সেই উদ্দীপ্ত নব অনুরাগ ফিরিয়া আসুক ; নতুবা হইবে না। পিতা, নববিধান ত ফাঁকি দিয়া পৃথিবী হইতে পলায়ন করিতেছে। সোণার চাঁদ নববিধান পৃথিবী ছাড়িতেছে। যদি দেখে যাই যে নববিধান কিছু দিন রাজত্ব করিয়া শত্রুদের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, আর আমরা কয়জন শোকগ্রস্ত রোগগ্রস্ত বিমুখ হইয়া যাই, তবে বড় কষ্টের বিষয়। পিতা, আবার নব উৎসাহ, প্রেমধন আবার এনে দাও ; আবার আগেকার ছবি আঁক। ছেলেবেলাকার ভাব আনিয়া দাও। অলৌকিক বল দাও। দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আছি, দেখি আবার এই পামরদের নব বাল্য হয় কিনা। কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর। অসম্ভব সম্ভব কর। চরিত্র পরিবর্ত্তন কর। আবার বার্দ্ধক্যে বাল্য সঞ্চার কর। হে দয়াল, দয়া করিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া যে সুখ সেই সুখ দাও। আবার সেই সময় আন। কয়টা বৎসর যৌবনের হুঙ্কার করি। হে কৃপাসিন্ধু, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন আবার যৌবন লাভ করিয়া বার্দ্ধক্যে বাল্য-

ব্যবহারের পবিত্রতা ও সুখ সম্ভোগ করি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধ চরিত্র।

১৪ই মে, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, যেন জীবনে কলঙ্ক না হয় এই তোমার নিকট ভিক্ষা। হে কলঙ্কনাশন, নববিধান রাজ্যের কলঙ্ক ভঞ্জনের ভার তোমারই হস্তে। তোমার দয়া পর্ব্বত সমান কলঙ্ক সমভূমি করিয়া দিবে, কলঙ্কের অগ্নি নিবাইবে। এই তোমার কার্য্য। নরনারী বালক বৃদ্ধের কলঙ্ক যাইবে। বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, চরিত্র সম্বন্ধে যাহা কলঙ্ক থাকে যাইবে। চক্ষে যদি কাল দাগ থাকে মুছাইয়া দিবে। জিহ্বায় যদি কলঙ্ক থাকে দূর করিবে, হৃদয়ে যদি কাল চিন্তা থাকে তাহাও দূর করিয়া দিবে। হে হরি, কলঙ্কভঞ্জন নামটি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা কি হৃদয়ের নিকট সুমিষ্ট নয়? হৃদয় নির্ম্মল হবে তোমার নামে। হে দয়াল, নিষ্কলঙ্ক শ্বেত প্রস্তর এ পাপ জীবন হইতে তুমি বাহির কর। তোমার নাম নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময়। তুমি দেখাও যে অত্যন্ত কাল যাহা তাহার ভিতর হইতেও সাদা বাহির করিতে পার। আমাদের দলের যেন কলঙ্ক না হয়। আমাদের যেন পৃথিবীতে কলঙ্করাশি রাখিয়া যাইতে না হয়।

হরি, এত গুলি লোক এতদিন ধর্ম্মসাধন করিল, অবশেষে কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করিব? প্রণয় দিতে পারিব না? পিতা, কাছে এসেছ, কথা শোন, আমাদের যেন কলঙ্কিত জীবন না থাকে। নির্ম্মল নাম রাখিয়া যাইতে হইবে। বড় বড় পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া অবশেষে কি সামান্য প্রলোভনে পড়িব? নববিধানের লোকেরা কি শেষ কালে ঢলালে? শ্রীহরি, ভক্তপ্রিয়, তোমার নিকট এই চাই যেন কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাই। ঈশ্বর, আমরা একস্থানে আছি, এক অন্ন আহার করি, এক মার পূজা করি অথচ এক হইলাম না? কুলাঙ্গার নাম যেন না থাকে, কুলপাবন নাম যেন থাকে। হরি, কলঙ্ক যে পৃথিবী হইতে যায় না। কলঙ্কনাশন, সমুদ্র নিয়ে এসে দাঁড়াও, নতুবা আমাদের পাপ ধৌত হবে না। কলঙ্ক ভয়ানক জিনিস। একটা দাগ পড়িলে কি শীঘ্র উঠে? পৃথিবীর লোক যেন বলে যে, খারাপ ছিল বটে কিন্তু শেষ জীবনে সব কলঙ্ক ধৌত করিয়া ফেলিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মা আমাদের যে উল্টো। লোকে বলিবে, এদের জীবন নির্ম্মল ছিল কিন্তু শেষ জীবনে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল। দীননাথ, কলঙ্ক দূর কর। কলঙ্কিত জীবন যেন আমাদের দলের মধ্যে না থাকে। কোন পুরুষ, কোন নারী যেন কলঙ্কিত না থাকে। এমনি পবিত্র করে দাও যে ইহার সৌরভ চারিদিকে বিস্তার হইবে। হে দয়াময়, কোথায় তুমি আর কোথায় আমরা! নিষ্কলঙ্ক নববিধান আমাদের হাতে কলঙ্কিত

হইবে? দেব, আমরা মনে করি লোকে যাহা বলে বলে বাক্‌—
কিন্তু সেগুলি যদি থাকে, আমাদের সৎসাহস দ্বারা সেগুলি
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। চরিত্র, তুমি দাঁড়াও। নিষ্কলঙ্ক
পবিত্র ব্রহ্ম চরিত্র, তুমি মানবগণের চরিত্রে প্রকাশ হও। হে
চরিত্র, নববিধানবাদীদের মধ্যে তুমি সিংহাসন লও। হে
চরিত্র, তুমি মধু ছড়াও। হে চরিত্র, আমি তোমার পূজা
করি। দয়াসিন্ধু, দয়া করিয়া গরিবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ
কর, আমরা যেন যথার্থ স্বর্গীয় বীরত্বের সহিত কলঙ্ক নিবারণ
করিয়া জীবনের দাগ গুলি মোচন করি এবং শেষ জীবন শুদ্ধ
করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনায় মিলন।

১৫ই মে, ১৮৮২।

হে দয়াময় হরি, অন্ধকারের দিক আছে, আলোকের
দিকও আছে। একদিক দেখিলে কত কষ্ট, কত বিবাদ, কত
নিরাশা। হে শ্রীহরি, অপরদিকে কি ঠিক তাহার বিপরীত
ভাব! আনন্দ উৎসাহ বল আর আশা এই দিকে। দিন আর
রাত্রি, দুখানি পরস্পর বিরুদ্ধ ছবি, দেখি। কৃপা করিয়া অন্ধ-
কারের পার্শ্বে আলোক রাখিয়া দিয়াছ, অমাবস্যার পার্শ্বে পূর্ণ
শশী। একদিকে কষ্ট, রোগ, আগতপ্রায় বার্দ্ধক্য, নিরাশা;

একদিকে আমাদিগের তেজ বল কমিতেছে, অপ্রেম অবিশ্বাস বাড়িতেছে ; কিন্তু সাধ্য কি তাহা তোমার পূর্ণ শশীকে ঢাকে ? সব বন্ধু গেল কিন্তু হরি বন্ধু রহিলেন। সব মধু পাত্র শুকাইয়া গেল কেবল ঐ মধু পাত্র শুকাইল না। এত রাত্রি হইতেছে, অন্ধকারে ঝড় তুফান হইতেছে, ঘরের ভিতর পরম বন্ধু রহিয়াছেন তাঁহার সেবা করিতেছি এ এক দৃশ্য। একদিকে টাকা পয়সা কমিতেছে, খাওয়া পরা ভাল হইতেছে না ; কিন্তু এ ব্যাঙ্কে চেক্ পাঠাইলে কখন মহাজন টাকা না দিয়া ফেরান না। দুঃখ শোক ... পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ সমস্ত যেমন অন্ধকারের দিক্, রাত্রি ; তেমনি যেমন খট্ করে রাত পোহাল, সাধক কাঁদিয়া ফেলিলেন যে রাত্রির পর এতবড় দিন ! আমাদের জীবনে দুই আছে। বাহিরে কত প্রকার গোলমাল হইতেছে কিন্তু প্রাণের ভিতর যে গভীরতা তাহা ঠিক আছে। কিন্তু একটি প্রার্থণা এই, দয়াময়, মন্দ ব্যাবহারগুলি দূর করিয়া দাও। দয়াময়, মানুষের খাতিরে কি হবে ? কেবল তোমার খাতির রাখি। মানুষের জন্য কি আট্কায় ? এখনি যদি আমরা মরে যাই তুমি মন্ত্রবলে নূতন মানুষ আনিবে। হরি, নিত্যানন্দের জাহাজ আসিবেই, নিত্যানন্দের বাড়ী হবেই হবে। সুখের দিন আসিবে। মন যেন বিষাদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্ন থাকে। আর কেহ যেন বিষন্ন না থাকে। হরি হে, অন্ধকারের দিকটা বলিলাম, আবার আলোকের দিকটা বলিলাম, একটা দিয়া আর একটা কাট।

এক দিকে স্বতন্ত্রতা বিরোধ অপ্রেম, অপরদিকে আনন্দ উৎসাহ প্রেম। তোমার সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়া সেই প্রফুল্লতা দ্বারা জগৎকে প্রফুল্ল করিয়া ফেল। মানুষের মধ্যে মিলন কতদূর হইতে পারে হরি দেখাইবেন। আমি তোমার পায়ে ধরে বার বার মিনতি করিতেছি, একবার দেখাইও যে সহস্র সহস্র বিরোধ সত্বেও কেমন করিয়া হরির সঙ্গে হরিভক্তের মিলন হয় এবং হরিভক্তের সহিত হরি মিলেন। হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার রূপমাধুরীর আকর্ষণে প্রমুগ্ধ হইয়া উপাসনার ভিতর সকলে এক খানা হইয়া যাই; একবার দয়া করিয়া বহুদিনের গরিব আশ্রিতদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমব্রত গ্রহণ।

১৬ই মে, ১৮৮২।

হে দয়াময়, হে প্রেমস্বরূপ, আদর্শ তুমি, গুরু তুমি, উপাস্য তুমি, দৃষ্টান্ত তুমি, তোমার নাম প্রীতি, তোমার উপাধি প্রেম, স্বভাব তোমার দয়া, বস্ত্র তোমার করুণা। জগদীশ্বর, তোমার সকল স্বরূপের মধ্যে এই প্রেমটি সুখময়। তুমি নবধর্ম্ম পাঠাইয়াছ পৃথিবীতে প্রেমের মিলনের জন্য। তুমি

আচার্য্য হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রেমের মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিলে। যখন ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শিষ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রথম মন্ত্র কি?" তিনি বলিলেন, "প্রেম।" সমুদয় শাস্ত্রের আগে প্রেম। অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা, আমাদের ভিতর প্রেম প্রচার কর। কলহ বিবাদ মিটাইয়া দাও। যেরূপ কেন আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পারের ব্যবহার হউক না, আমরা ভালবাসিবই বাসিব। আমরা ক্ষমা করিব। শ্রীহরি, দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন কে উৎপীড়ন করে তাহা না দেখিয়া, পরস্পারের উপর কে কি ব্যবহার করে তাহা না দেখিয়া, সকলকে প্রাণের ভিতর প্রেমের মালা দিয়া বাঁধিয়া রাখি। হে পিতা, তোমার সন্তানদের ভিতর তোমার মত একটু খানি প্রেম দাও। এ কথা বলিতেছি না যে শাসন করিয়া পরস্পরকে ভাল করিব, সে ভার তোমার হাতে। আমরা আজ এই চাই যে খুব অশাসিত দুষ্ট হইলেও ভাল বাসিতে পারিব। দয়াময়, সময় গেল, সকলেরই পরলোকে যাইবার সময় নিকট হইল। আমরা কেন এখন তোমার নবধর্ম্মের প্রথম মন্ত্র কাটিব? এবার আমরা ভালবাসা দ্বারা সকলকে জব্দ করিব। তুমি যখন বলিলে শত্রুকে খুব পাপাশ্রিত দেখিলেও তাহাকে খুব ভালবাসিতে হইবে তখন তোমার নিকট আরো বল চাই, ক্ষমা চাই। কোন রকম উৎপীড়ন করা আমাদের ভিতর যেন না থাকে। শাসনের বিধি তোমার হাতে। আমাদের কর্ত্তব্য খুব ভাল বাসিব।

খুব সহ্য করিব। কলহ বিবাদ আর আমাদের মধ্যে থাকিবে না। মা, দয়া করিয়া তোমার বিধানের তরীকে বাঁচাও। বিধানের পরিবারকে রক্ষা কর। হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করি আর ক্রমাগত সাবধান হইয়া পরস্পরের মধ্যে যেন অপ্রেম আসিতে না দিই। কথা মধুময় কর, ব্যবহার মধুময় কর, চিন্তাকে মধুময় কর। আজ হইতে আমরা ঈশার পরিবার ভুক্ত হইলাম, শ্রীগৌরাঙ্গের পদানত হইলাম। আজ আমরা পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া প্রেমের নিশান ধরিলাম। আজ আমরা গরিব বিনয়ী হইলাম। আজ আমরা প্রেমের ব্রত লইলাম। আজ আমরা স্বর্গের সহিত পৃথিবীর সহিত প্রেমে বদ্ধ হইলাম। আজ আমরা স্বর্গকে সাক্ষী করিয়া প্রেমের ব্রত লইলাম। আজ ভয়ে আমাদের বুক কাঁপিতেছে; স্বর্গের প্রেমের ব্রত বিরূপে সাধন করিব? হে প্রেমসিন্ধু, আজ একবার এস। বড় ব্রত দিলে। সেই প্রেম, যাহা বিস্তার হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিল, তাহা আমাদের জীবনের ভূষণ কর। হরি, তোমার নামেই কেবল তাহা সাধন করিতে পারিব। হে প্রেমসিন্ধু, একবার আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সকল অপ্রেম ত্যাগ করিয়া সত্য সাক্ষী করিয়া আজ হইতে প্রেমের ব্রতে ব্রতী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মানুষকে ভালবাসিব।

১৭ই মে, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, অধমতারণ, তোমার সঙ্গে যতদূর নৈকট্য হইয়াছে বোধ হয় তদপেক্ষা নৈকট্য না হইলে মানুষের সহিত নৈকট্য হইবে না। তোমাকে নির্জ্জনে সাধন করিতে পারি, যোগধ্যানে মগ্ন হইতে পারি তাহাতে ভ্রাতৃসম্বন্ধে এই পর্যন্ত! তোমাকে লক্ষ টাকার প্রেম দিতে পারিলে ভাই বন্ধুকে দুই পয়সার প্রেম দিতে পারি। এই ভয়ানক সিদ্ধান্ত আমাদের জীবনে হইয়াছে। ঈশ্বরকে ভালবাসা অপেক্ষা মানুষকে ভালবাসা কত কঠিন তাহা আমাদের জীবনে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরপরায়ণ যতদূর হইবে ঠিক সেই পরিমাণে সত্যপরায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিপরায়ণ মানুষ হইতে পারে। কিন্তু ভ্রাতৃসম্বন্ধে আমাদের অতি দীনতা দাঁড়াইল। প্রচুর ব্রহ্মধনে কিন্তু মনুষ্যের প্রতি প্রেমে আমাদের দীনতা হীনতা, অতি অল্প সঞ্চয় হইয়াছে। এই দলের প্রত্যেক লোক বলিবে ভাই তাড়াইলে মা তাড়ান না, ভাইয়ের কাছে কষ্ট পাইলে মা কোলে করেন। উপাসনার ঘরই শান্তিভূমি। ভাইকে ভালবাসা অপেক্ষা মাকে ভালবাসা কত সহজ সকলেই বলিবেন। যোগের গভীরতায়, খুব ভক্তির প্রগাঢ়তাতে আত্মা উন্নত হইতে পারে এটা সকলে সহজ মনে করে। কিন্তু তোমার দিকে এত অগ্রসর হইলে

ভাইয়ের দিকে এত কম অগ্রসর হওয়া যায়? পিতা, তোমার কাছে চাই অনেক টাকার কারবার, কিন্তু এদিককার মূলধন বড় অল্প। দয়া, সত্য, চরিত্রের পবিত্রতা কৈ? হে পিতা, মহাজনের দুটো কারবার সমান চলিল না দেখিতেছি। এদিককার মূলধন বাড়াইতে হইবে। এত ধন এদিকে খাটালাম আর লাভ হইল এদিকে আড়াই পয়সা? মানুষের সম্বন্ধে এত গরিব? ভাইদের ভালবাসিতে পারিলাম না কেন? হরি হে, সদয় হও। এই সব অদ্ভুত শাস্ত্র নববিধান প্রকাশ করিল যে ঈশ্বর সুলভ হইলেন মানুষ দুর্ল্লভ হইল? তুমি বুকের ভিতর আসিলে, আর মানুষ দূরে দূরে দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিল? তোমাকে কাছে রাখা যায় আর মানুষকে সেবাও করা যায় না? তোমাকে দুই কথায় তুষ্ট করা যায় মানুষকে চল্লিশ কথায় তুষ্ট করা যায় না? দয়াময়, তুমি এত নিকট হইলে মানুষ যদি এইটুকু নিকটে আসে তবে তুমি আরো নিকটে এস। নতুবা মানুষধন পাওয়া যায় না। ভাই ধন, ভগিনীধন, পাওয়া যায় না। মানুষ-সাধন হইল না। হরি, কাছে এস, তোমার চরণ প্রেমাঙ্গিলন দ্বারা আরো বদ্ধ করি। ভক্তি ভালবাসা দিয়া নরলোক দেবলোক উভয়ই কিনি। হে কৃপাসিন্ধু, হে গতিনাথ, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সাধনের বলে তোমার নামের গুণে, তোমার প্রেমে আরো প্রমুগ্ধ হইয়া ভাই ভগিনীদিগকে প্রেম ছড়াইতে পারি একটিবার কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমরা উচ্চবংশের।

১৯শে মে, ১৮৮২।

হে দয়াবান, হে ভগবান, সময় মনে হয় যে আমি এবং আমাদের এই বিধান নারিকেলডাঙ্গারও নয়, খালি কলিকাতারও নয়; ইহা পৃথিবীর। কতবার মনে মনে জাহাজে করিয়া চারিদিক ঘুরিলাম, বড় বড় ভূখণ্ডে এই শ্রীধর্ম্ম প্রচার করিলাম। বিধানবাদীর আকর্ষণে সমস্ত পৃথিবী টানে। বিধান কি পাঁচটা লোকের জন্য হইতে পারে? জগতের মানুষ আমি এবং আমরা। বুকের ভিতর সঙ্কীর্ণ ভাব দূর করিয়া এই ভাব উঠিতেছে কতদিন হইতে, ইহার সাক্ষী তুমি। যাহারা বড় বড় অসুরদিগকে যুদ্ধে নিপাত করিবে তাহারা মাছি মশাকে শত্রু জ্ঞানে পরাজয় করিতে চেষ্ট করিবে? পিতা, মনটা উন্নত, হৃদয়টা ততোধিক, কিন্তু বুদ্ধি সামান্য। আমি থাকিব গিরিশিখরে, আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া রাখে? ঘোর সংসারীদের সঙ্গে আমরা কারবার করিতেছি? পরমেশ্বর, আমাদের একখানা ঘর চীনের দেশ, আর এক খানা কুঠরী আমেরিকা। আমরা গোলপাতার ঘরে বাস করি আর বলি আমাদের কেমন বড় ঘর। আমরা ব্রহ্ম সন্তান, বড় দরবারে বসিয়া রহিয়াছি; কিন্তু বুদ্ধি এমনি ছোটলোক, কাণে কাণে আসিয়া বলিতেছে, "ঘুঁটে দিলে না" "বেগুণ খেত থেকে বেগুণ তুল্‌লে না?" আমাদের মান গেল,

কৌলীন্য গেল, এখন ক্ষুদ্র কীট হইয়া পড়িয়া আছি। আমাদের এ কি হইল? আমরা মহতের সন্তান। সেই বংশের দুর্দ্দশা এই, আমরা চাষা চামার হলাম? দল থেকে পাঁচজন সামান্য লোক পালিয়েছে বলে তারা কাঁদে, যাদের রাজ সংসারে ঈর্ষা মুষা বাঁধা? হায়, ভগবান্, আপন বুদ্ধিতে মানুষ আপনাকে কত নীচ করিতে পারে। হলে হয় কি উচ্চ বংশ! আমাদের বুকের ভিতর যে ভগবান বসে আছেন এখনো, এই যে শোণিত ঋষি শোণিত। কি হইল! কি নীচ হইলাম! যায় যাক্ বিষয় বিভব আত্মীয় বন্ধু। বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মসন্তানের এত দুর্দ্দশা হইতে পারে? এই কণ্ঠ চিরকাল বন্দীর কণ্ঠ হইতে পারে? যদি আমাদের বংশ নীচ হইয়া গিয়া থাকে বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যাক্। গৌরাঙ্গের বংশে এমন কাল ছেলে? মা, সৎসাহস দাও, পাঁচটা রাজমুকুট টেনে ফেলে বলিতে হইবে যে হরির আজ্ঞা—সব রাজ্য নববিধানের পদানত হইবে। সরস্বতী, সুমতি এস ভিতরে। দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ কর। তোমার কাছে সুনীতি প্রার্থনা করি, সুবুদ্ধি প্রার্থনা করি, সুবোধ চন্দ্রোদয় হোক্। মা, তোমার পাদপদ্মের তুলনায় এই সব সামান্য বিষয় লইয়া থাকি? কাল ছেলে আমরা তোমার গৌর অঙ্গ! আর তোমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে ভয় হয়। তোমার উপাসনার জল কি আমাদিগকে গৌরাঙ্গ করিয়া দিতে পারে না? লুকান মানুষ বাহির কর। বুদ্ধকে,

সুজাতাকে, মেরীকে, লক্ষ্মীকে, দুর্গাকে, হরিদাসকে বাহির কর। বিশ্বাস ভক্তি নয়নের কাছে তোমার লীলা প্রকাশ কর। নীচ বংশের নাম ধরিয়াছি বলিয়া আরো নীচ হইয়া গিয়াছি। হে ঈশ্বর, যদি তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতাম, তোমাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতাম, এ দুর্দশা হইত না। হে কৃপাসিন্ধু, পতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন শোণিতের শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া আমরা যে রাজবংশ, উচ্চ কর্ম্মের জন্য প্রেরিত, তাহা পৃথিবীর নিকট প্রচার করি, এবং উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইয়া পৃথিবী কাঁপাই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জাগ্রত কর।

২১শে মে, ১৮৮২।

হে চিরসহায়, হে ধর্ম্মরাজ, শত্রুর জয় না হয় ইহাই তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। আর যখন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তখন কিছুতেই শত্রুর জয় হইতে পারে না। বিধানের জয় পতাকা দেশ বিদেশে উড়িবে। আর একজনও শত্রুর সাধ্য হইবে না যে তাহা স্পর্শ করে। দয়াময়, যদি তুমি রক্ষক হইয়া সে নিশাণকে বাঁচাও তবে শত্রুরা কখনই তাহা বিনাশ করিতে পারিবে না। হে হরি, তোমার দুর্গ যেন শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পায়। তোমার

একটি ভক্ত যেন শত্রু হস্তে না মরে। যতগুলি লোক তোমার আশ্রয় লইয়াছে বিপন্ন বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিও। আমরা কয়জন লোক বিশ্বাস দুর্গে রহিয়াছি। বিশ্বাসী বিজয় কি হইবে না? দীনবন্ধু, কেবল আত্মবিশ্বাস আত্মজ্ঞান হইল না, আত্মপরীক্ষা করিলাম না, এই জন্য এত দুর্গতি। বড় লোক সকল ছোট লোক হইয়াছে যদি কেহ দেখিতে চায় আমাদের দলের ভিতর আসিয়া দেখুক। কুবের যাহাদের প্রজা তাহারা অন্ন বস্ত্রের কষ্টে মরিতেছে ইহা যদি কেহ দেখিতে চায় আমাদের মধ্যে আসুক। আমি কে, কিজন্য পৃথিবীতে আছি, একথা কে বুঝাইয়া দিবে? জীবনশক্তি পরাক্রম পরিপূর্ণ বীর শরীর কেবল বলে যে "রোগে গেলাম, শীঘ্র শ্মশানে যাইব, আমার কেহ নাই, ধনবল নাই, বুদ্ধিবল নাই"। এই যদি আমাদের দশা হইল বাহিরের কে আমাদিগকে বড় বলিবে? আত্মন, এক বার তোমার ঘুম ভাঙ্গুক, জাগ আর জাগাও। অসংখ্য প্রজা তোমার দ্বারে, রাজা, উঠ, আমাদের কাণে স্বর্গের সমাচার দাও। ঈশাকে মূষাকে বলিয়া দাও। হায় বিমূঢ় আত্মা, আত্মবিস্মৃত আত্মা, ধিক তোমার বুদ্ধিকে। তোমার প্রত্যাদেশ হয় তুমি বল হয় না, ব্রহ্ম তোমার সঙ্গে কথা বলেন তুমি বল বলেন না। আত্মা তুই দুরাত্মা, সদাত্মা নোস্। তোর হাড় পাপে পূর্ণ, তুই কাল। তুই বলিস্, ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তাঁহার কথা শোনা যায় না। তুই রাজপুত্র হইয়া মাথার মুকুট পরিস্

না। তুই দুরাত্মা। তুই আমার 'আমি' নোস্। ব্রহ্মজাত আত্মাই আমার আত্মা। আমার আত্মা আমার সর্ব্বনাশ করিল। আত্মা আমার শরীর মনকে দলিল করিয়া আর একজনের হাতে সমর্পণ করিল। আমার ক্ষুদ্র আত্মাকে উন্নত কর; এ পাড়ার সকলে নিদ্রিত, আপনাদিগকে চেনে না। এখনও এমন বলবীর্য্য আছে যে পৃথিবী জয় করিতে পারে। আমাদের কেন এমন দুর্দ্দশা হইল? আমরা এই বলিয়া কাঁদিব যে রাজকুমারদের যে কর্ত্তব্য না করিয়া আমরা সামান্য নীচ বংশের লোকের ন্যায় কাজ করিয়াছি। এক বিধানের ভিতর ঘুরে ফিরে সেই বিধান, ঘুরে ফিরে সেই লক্ষ্মী সরস্বতী, সেই ঈশা মুষা গৌরাঙ্গ। হায়, আমার ভিতর ঈশা মুষার বুঝি পরাজয় হইল। এখন যে পৃথিবী কাঁপাইবার সময়। নববিধান পতনের সময় এখন নয়। মহেশ্বর, তুমি বলিতেছ যে, ঠিক সময় হয়েছে তোরা গ্রাম মাতালি, নগর মাতালি, গান করিয়া বেড়াইলি, চীনের মুল্লুকের কি হইল? আমেরিকার কি হইল? এদিকে সকলের কাছে খবর গেল যে দলের সকলের রোগ হয়েছে, সকলকে ঘাটে লইয়া যাইতেছে। হরি, খুব বল দাও। এখন আদেশ হইতেছে,—"ব্রহ্মাণ্ড জাগাও, ভারতের এক রকম ত হয়েছে। এখন সমস্ত পৃথিবীকে ভাই "বল"। তোমার আজ্ঞা খুব বড় বড়। প্রভু, এবার কেন আমরা তোমার কাছে এসে বলি বিশ্বাস নাই, কাজ নাই, বল নাই? জননী,

আমরা তোমার সন্তান নই যদি পৃথিবীর মহারাণী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে না ডাকি। যদি তুমি চন্দ্র সূর্য্যের অধিপতি হও, ঈশা মূষার রাজা হও, আর আমাদের যদি বল—তোমরা আবার পূর্ব্বের বিধানের মত পৃথিবী কাঁপাও, তবে আমাদের জানিতে হইবে, দেখিব, অনন্ত রাজ্য, অনেক কার্য্য। হে পিতা, মহৎ হই, ঋষি হই, ভক্ত হই। একবার জাগাইয়া দাও। সকলে জাগিয়া দেখি কত বড় রাজ্য, কত বড় কাজ। পিতা, ছোট সংসারের মায়ার ভিতর হৃদয় বন্দী, এসব দূর করে দাও। কে চায় সংসার, কে চায় ক্ষুদ্র মায়া মমতা, কে চায় ছোট বাড়ী? চাই সমুদ্র, চাই আকাশ, চাই সুসমাচার সকলকে দিতে, চাই জীবের দুঃখ দূর করিতে, চাই আশা উৎসাহ; চাই পরহিত সাধন করিতে, চাই পৃথিবীর রাজা হইতে। হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন জাগিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখি যে এখনও ঢের বেলা, অনেক কাজ, এবং শ্মশান হইতে ফিরিয়া উদ্যম ক্ষেত্রে গিয়া তোমার নববিধানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হই, একবার অবসন্নদিগকে এইরূপ বল দাও। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গোঁড়া হইব।

২২শে মে, ১৮৮২।

হে পিতা, হে দীনজনের মাতা, ঐ সকল ঘর দেখা হইল না। এই সকল হইল। আমোদ আহ্লাদের যে সকল বিশেষ স্থান আছে সে গুলিতে এখনোত প্রবেশ করা হইল না? তোমার রঙ্গভূমির ওদিকটাত দেখা হইল না? হাসিলাম অনেক, কিন্তু আরো হাসিতে হইবে। স্বর্গের অনেক নূতন ব্যাপার এখনো দেখিতে হইবে। তোমাকে শিষ্যের ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, দাসের ভালবাসা কতক দিয়াছি, কিন্তু আরো বাড়াইতে হইবে। গোঁড়ামি দেখাইতে হইবে। বাড়াবাড়ি করিতে হইবে। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে, যে গোঁড়া। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তাহাতে। প্রাণ শীতল, রাগ নাই তাহার, কেবল অনুরাগ। আমরা নিজের গোঁড়া। আমি বড়, আমার বুদ্ধি বড়, কাজ বড় এই সকল লইয়া গোঁড়া। "আমার পিতার মত কেহ নাই, আমার মার যেমন রূপ এমন কাহারো নাই। আমার মা যেমন খাওয়ান আমাকে এমন কেহ পারে না। আমার মা যেমন একটি টাট্‌কা নববিধান ফুল দিয়াছেন এমন আর কেউ দেয় না।" এসব কথা অনেকে বলে, কিন্তু আমি যদি গোঁড়া হই বলিব "আমার মা আমায় কখন দুঃখ দেন না, কষ্ট দেন না"। পৃথিবী বলিবে মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু এ আসল সত্য।

আমি হিসাব করিয়াছি; ভাবিতেছি যে যত দিন জন্মিয়াছি, জীবনে কখন কষ্ট পাইয়াছি কিনা। কখন মা আমায় কষ্ট দেন না। কখন আমি খাবার পরিবার কষ্ট পাই নাই, কখন বন্ধুরা আমার মনে কষ্ট দেন নাই। আদর যত্ন উৎসাহের অভাব কখন হয় নাই। মা আমায় কখন কষ্ট দেন নাই।— হরি, তোমার গোঁড়ামি হওয়া দূরে থাক তোমার বিরুদ্ধ কথা এখানে এখনো হয়। আর শুনতে পারি না। হরি, নববিধানের শীতল ঘরে বসে কি সুখ শান্তি পেলাম! হরি, দুঃখ দিলে না দিলে না, পঁচিশ বার বলিতে হইবে। হরি আমায় দুঃখ দেন নাই। আমায় কোলে করে বসে হীরা মাণিক দিয়াছে, কখনও আমার রোগ হয় নাই। লোকে মিথ্যাবাদী বলিবে। কিন্তু গোঁড়া হব। মা মনে করিলে কত কষ্ট দিতে পারে, একটা দিলে না। মা, তুমি এই কয়টি লোকের সম্বন্ধে কি করিয়াছ তাহার সাক্ষ্য দিতে হইবে। মা, একথা বলিব না যে কেহ কষ্ট পাইয়াছে। হরি, আর একবার কোলে আয়, তোকে কোলে করে দৌড়ে গিয়ে বলি জগতের কাছে, ওরে তোরা আর হরির নিন্দা করিস্ না। হরি কখন দুঃখ দেয় না। দুঃখ কি? এ সবত ভক্ত সাধকের আদরের জিনিস। পিতা, দুঃখ নাই, সুখ শান্তি ঢের হয়েছে, স্বর্গের সুখ এ জীবনে পেয়েছি। আহা প্রেমচন্দ্রের দর্শন, প্রেমের মালা পরা। আমার মাথায় সুখ, আমার দলের মাথায় সুখ, আমার পরিবারের মাথায়, ছেলেদের মাথায় সুখ। আমি এত সুখ বহিতে পারি না।

আমি গৌড়া হব, গৌড়ার গান করিব। গৌড়া হয়ে তোমার আমোদ আমোদ করিব। মা, কৃপা কর, গৌড়া কর, তবপাদপদ্মে এই মিনতি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—

সুখের সমাচার।

২৩শে মে, ১৮৮২।

হে সুধাসিন্ধু, হে প্রেমময়, আগেকার চেয়ে আমাদের নিকট হয়েছ, আগেকার লোকদের চেয়ে তুমি আমাদের কাছে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ হইলে। তুমি নিকট হইলে এজন্য তোমায় যেন খুব ধন্যবাদ করি। তুমি নিরাকার হইয়াও সাকারকে লজ্জা দিলে, পুরাতন লক্ষ্মী অপেক্ষা নূতন লক্ষ্মী উজ্জ্বলতর রূপে আমাদের গৃহে রহিয়াছেন, ইহার জন্য যেন তোমার পদারবিন্দে কৃতজ্ঞতা দিই। পরমেশ্বর, এই সকল সুখের জন্য আমরা তোমার নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিব। এই সকল উপকারকে আমরা প্রত্যেকে বিশেষ দান মনে করিব। এই সকল প্রেমের সংকীর্ত্তির জন্য বংশ পরম্পরা কীর্ত্তিত এবং প্রশংসিত হইবে। দয়াময়, আনন্দের সমাচার বাহির করিবার জন্য দল প্রস্তুত কর। তোমার নাম কীর্ত্তন হইল, নগরকীর্ত্তন হইল, কিন্তু এ কথা পৃথিবীতে প্রচার হয় ইচ্ছা করে যে, আমরা কখন দুঃখ পাই নাই।

লোকে জানুক যে একটা দলের শরীরে কখন দুঃখের আঁচটা লাগে নাই, তাহারা দিন দিন উপাসনা করিয়া সুখী এবং প্রশান্ত হইয়াছে। যাহারা বারম্বার পরীক্ষিত হইয়াও, পরীক্ষা বিপদে পড়িয়াও, কষ্ট পাইল না, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে পূর্ণ চন্দ্রের আলো, যাহারা দুঃখের ভিতরও সুখী, যাহাদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের বাগান, শান্তি যাহাদের ভিতর খেলা করে, এই আনন্দের নূতন সমাচার প্রচার করি। বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত প্রকাশ হইল, কিন্তু তোমার সুখোপনিষদ এখনো প্রচার হইল না। সুখী কে? না যে বিধানবাদী। দয়াসিন্ধু, যদি এমন সুখের ধর্ম্ম আনিয়া দিলে, তাহা হইলে নবীন কথা ইচ্ছা হইতেছে, মা, খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করি। এই পাড়ার কাহারো মনে কষ্ট হইতে পারে না। কাহারো দুঃখ থাকিতে পারে না। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, খাবার পরিবার কষ্ট—একথা যে বলে, আমরা খাঁড়া লইয়া সে কথার প্রতিবাদ করিব। আমাদের কষ্ট নাই, দুঃখ কখনও এ জীবনে পাই নাই। সাধক দল বাহির হউন, এই কথা প্রচার করুন যে, বিবাদে কখন বিমর্ষ হই নাই, জীবনে কষ্ট কখন পাই নাই, শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোন বিষয়ে দুঃখ আমাদের নাই। বাড়ীটি সুখের বাড়ী, বন্ধুগুলি সুখের বন্ধু, ধর্ম্ম সুখের ধর্ম্ম, সমুদয় সুখের সংযোগে সকলই প্রস্তুত। যে দেবীর মুখ দেখিলে প্রাণ শান্তি সলিলে ডুবিয়া যায় সেই মুখখানি দেখাইয়া ফেলিয়াছ। দয়াল, যা করেছ সকলই চূড়ান্ত ব্যাপার

করেছ। ভাল! সুখের স্বর্গে বসাইয়াছ যদি তবে সুখের সমাচার, এবারকার মথি লিউকেরা প্রচার করুন। আমরা একবার শুনিয়া সুখী হই। হে প্রেমসিন্ধু, গতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সুখের আনন্দের সমাচার পৃথিবীতে প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, মা, অনুগ্রহ করিয়া তোমার আশ্রিতদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মনুষ্য সন্তানের পরীক্ষা।

২৪শে মে, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, বিধানবাদীদিগের বিধাতা, মহর্ষি ঈশার জীবনে মানুষের পক্ষে অনেক শিক্ষা আছে। সেই যে তাঁহার পরীক্ষার দিন, সে একটি প্রকাণ্ড বেদ বেদান্ত সমুদয় জগতের পক্ষে। সেই যে একজন সাধু পরীক্ষিত হইলেন, তাহার অর্থ এই আমরা তাঁহার ভিতর পরীক্ষিত হইলাম। তিনি আমাদের ভিতর নিয়ত পরীক্ষিত হইতেছেন। কে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন? ঈশা? না। পরীক্ষিত হইয়াছিলেন মনুষ্য জাতি, মনুষ্যমণ্ডলী। অতএব যখন আমরা পড়িব ইতিহাসে যে শয়তান আসিয়া ঈশাকে পরীক্ষা করিল, তখন আমরা বুঝিব মনুষ্য সন্তান পরীক্ষিত হইলেন। প্রত্যেকের জীবনে এ পরীক্ষা আসিবেই। পরমেশ্বর, পরীক্ষা একবার না দিলে

আমরা ঠিক হইতেছি না। সোণা না একবার আগুনে দিলে মলাত যায় না! হে ঈশ্বর, আমাদিগকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে যত পৃথিবীর প্রলোভন, পাপের সমষ্টি, এক আকারে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে যে সে আসিয়াছে। সে বলিবে, তোকে সমস্ত দেব, রাজ্য দেব, সুখ দেব, এই বলিয়া লোভ দেখাইবে। আমি শয়তানের এই বিষয়ের কথা কাণ পাতিয়া শুনিব, কিন্তু ঈশার ন্যায় বলিব, "দূর হ শয়তান!" দয়াময়, এ পরীক্ষায় যদি তোমার সন্তানেরা উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের এখনো অনিশ্চিত অবস্থা। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছি, আমরা ভাবিতেছি আমাদের কাছে প্রলোভন আসিতে পারে না, শয়তান আসিতে পারে না। হে পিতা, তোমার কাছে করযোড়ে এই ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যেন ঈশার ন্যায় শয়তানকে একবার বাণে বিদ্ধ করি। ঈশার সেই জীবনের দিনটি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক। একবার শয়তানের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। যাহাদের সঙ্গে দুই বার তিন বার অনেক বার দেখা হইতেছে তাহাদেরই মৃত্যু। তুমি বলিতেছ, একবার দেখা করিতে হইবে। তবে শয়তান আসুক। আমরা তোমার পা ছুঁইয়া বসি। শয়তানকে বলি, তুই কি লোভ দেখাইতেছিস্? ভগবান আমাদিগকে লোভ দেখাইয়াছেন। আমাদের হাতের ভিতর যে রত্ন পাইয়াছি, আমাদের জীবনে যে সুখ পাইয়াছি, তুই তাহার অপেক্ষা

কি অধিক দিতে পারিস্? দয়াময়, একবার জীবনের পরীক্ষার মীমাংসা করিয়া দাও। মহর্ষি ঈশা, বুকের ভিতর এস, তোমার ন্যায়, শয়তানের সঙ্গে জীবনে একবার দেখা করিয়া তাহার নিপাত করি, তাহার যাহাতে মরণ হয় তাহাই করি। যে বিশ্বাসী হইতে চায় তার এক দিন শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিতেই হইবে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা তোমার কাছে যে সুখ পাইয়াছি তাহার জন্য সংসারের সুখসম্পদ প্রলোভন অগ্রাহ্য করি এবং শয়তানকে পরাজয় করিতে পারি, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাবসাগরে মগ্ন।

২৫শে মে, ১৮৮২।

হে প্রেমসুন্দর মূর্ত্তি, হে সুখের প্রেমের আকর, মনুষ্য-সন্তান ঠকে না তোমার উপাসনা করিলে; জীবের ক্ষতি হয় না তোমায় ডাকিলে; বরং কম উপাসনাতে ক্ষতি হয়; অধিক উপাসনাতে লাভ হয়। মানুষ ক্ষতি লাভ বিবেচনা করুক। যত ভাবের ভাবুক হওয়া যায় ততই লাভ। আর ভাববিহীনের কেবল ক্ষতি। "হে ঈশ্বর!" বলে একবার ডাকিয়া

গেলে ফাঁকি দেওয়া হয়। ঐ ঘরে যেমন ফাঁকি দেওয়া যায়, এমন আর কোথাও নয়। কাম ক্রোধ লোভ সব রিপু লইয়া বসিয়া আছে সকলে। হরি জেতে কে? তোমার ভাবুক। হরি হে, দয়া করে ক্ষতিবৃদ্ধি যেন আর না হয় এমন উপায় কর। দয়াসিন্ধু, ভাবুক যাঁহারা কথঞ্চ ডুবে ভাব তুলে লেন। দয়াময়, এ ঘরে কি আমরা জিতিতেছি? মনটা কি পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছি? দয়াময়, তোমার ভাবনদীতে ডুব দেওয়া ভক্তের পক্ষে বড়ই আরামজনক। যে তোমার জলে ডুবে রয়েছে তাকেই বলি ভাবুক। নতুবা এ রকম ভাঁসা ভাসা উপাসনায় হয় না। সেই গভীর সাগরে যখন গিয়া বসিলাম, গ্রীষ্ম এবং উত্তাপকে ফাঁকি দিলাম; তখন মার সঙ্গে অনন্তকালের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দয়াময়, তুমি যেমন যুগে যুগে তোমার ভাবুকদিগকে সুখী করেছ, তেমনি কর। মা, প্রাণটাতে তোমার শীতল সুধাময় স্তন স্পর্শ করাও, চারি দিকে শীতল হবে। ভাবুকের উপাসনার অধিকারী হইতে পারিতেছি না এখনো। ডুব দিতে শেখাও। যাহারা বাহিরে বাহিরে তোমার সঙ্গে দেখা করে চলে যায়, তাহারা আর বশ হইল না। আমরা কি সেই দলের হব? না, আমরা তোমার বশ হব। চিরকাল তোমার কাছে থাকিতে পারি যাহাতে তাহার উপায় কর। প্রাণটা ভাবুক কর। হে কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সমুদয় উত্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমার শীতল চরণকমলের

মধু পান করি আর মধুতে স্নান করি; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ ভালবাসা।

২৬শে মে, ১৮৮২।

হে দয়ার ঠাকুর, প্রেমসুন্দর, প্রেম তোমাকে সুন্দর করিয়াছে। দয়াবান্ যে, রূপবান্ সেই। দয়া যাহার আছে সেই সুন্দর। এই প্রেম আর অপ্রেম লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। আমরা তোমাকে যখন ভালবাসি মনে করি, আর সকলকে ভালবাসি। জগৎকে, দেশকে, আপনার লোকদিগকে সকলকে তখন ভালবাসি। এ এক প্রেম। আবার এক রকম প্রেম কি?—গরিবদিগকে সাহায্য করিলাম, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলাম, দুঃখীকে দয়া করিলাম। সামান্য দুটি চারিটি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভাবি যে আমরা বড় দয়ালু। প্রভু, প্রেমের লক্ষণ কি তোমার সাধকগণগুলীকে বুঝাইয়া দাও। গভীর প্রেম কি?—যাহা সাধুকে ভালবাসে, পাপীকে ভালবাসে, উপকারী বন্ধুকে ভালবাসে, আবার ভয়ানক শত্রু যে তাহাকেও ভালবাসে;—যে মহর্ষি ঈশাকেও ভালবাসে, আবার ব্যভিচারী মহাপাপী নারীকেও দয়া করে। পিতা, তোমার মত প্রেমের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে দাও। তোমার যে খাঁটি প্রেম, আমার

উপর আসিয়া পড়িতেছে, আবার সেই প্রেমই সাধু নির্ম্মল চরিত্রেরা পাইতেছেন। তোমার প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্না নির্ম্মল সাধু কমলের উপরও পড়িতেছে, আবার আমার মত অপরিষ্কার নর্দ্দামার উপরও পড়িতেছে। এ ভয়ানক রকমের প্রেম। আমরা উপকার বন্ধুতা সহানুভূতি পাইয়া তবে একটু ভালবাসিতে পারি। আমাদের ভালবাসা কৈ? ভালবাসা নাই। আমাদের প্রেম পরিবার কিম্বা আত্মীয় বন্ধুদের উপর একটু আছে, কিন্তু আর ও দিকে টানিলে কুলায় না। আমার বড় নীচু দরের প্রেম। বড় লাজুক। ও বাহিরে দেখাইতে চায় না। লুকাইয়া থাকিতে চায়। ঈশ্বরকন্যা প্রেম, আহা তুমি কি সুশীলা! তোমার কি লজ্জা! তোমার এত রূপ, দেখালে না? এত গুণ তোমার, বলিলে না? আমরা যদি একটু সামান্য কাজ করি, সকলের সহানুভূতি প্রশংসা পাইবার জন্য সকলকে দেখাইয়া করি। কিন্তু আমাদের কুলবধূর কি লজ্জা! হরি, দাম্ভিক ব্রাহ্মগণ আপনার প্রেমের জন্য দম্ভ করে, গর্ব্ব করে। শ্রীহরি, আমাদের দয়া তদ্রূপ হউক যেন পৃথিবী প্রশংসা করিতে যায়, কিন্তু বুঝিতে না পারে কে দয়া করিল, কাহাকে প্রশংসা করিবে। মা, দয়ার স্বভাব গোপন, প্রেমের স্বভাব গোপন। সব লীলা করিবে ঘোমটা দিয়া। তুমি চিরকাল নৃত্য করিতেছ ভক্তগণের সঙ্গে, কিন্তু কেউ দেখিতে পায় না। হরি, তোমার, ভক্তগণ তোমার দৃষ্টান্ত লইয়া গোপনে প্রেম করুক। হরি, অকৃত্রিম প্রেম একটু দাও। লুকিয়ে ভালবাসিতে দাও, যেমন

তুমি লুকাইয়া গৃহস্থের ঘরে প্রেম দিয়া যাও। ঐ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে দাও। হে দয়াসিন্ধু, হে কৃপাময়, আমরা যেন গোপনে শান্তভাবে জগৎকে ভালবাসিতে ও জগতের উপকার করিয়া যাইতে পারি; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রোগে শান্তভাব।

২৭শে মে, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমসুন্দর, রোগের শাস্ত্র বুঝাইয়া দাও; কেন না, প্রায় আমরা সকলেই কোন না কোন প্রকার অসুস্থতায় দিন কাটাই। অতএব রোগোপনিষৎ বুঝাইয়া দাও। পাঠ কর, আমরা শুনি। অবশ্যই এক একটা বিধির এক একটা অর্থ আছে। রোগে মানুষ খারাপ হয়, মানুষের রাগ হয়, মিষ্টতা চলিয়া যায়, রোগে শারীরিক দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রোগেতে মানুষ দুশ্চরিত্র হইয়া যায়, খিট্‌খিটে হয়ে যায়। রোগ কি মানুষের এতই শত্রু? তবে ধার্ম্মিকের রোগ হইবে কেন? হে দীনবন্ধু, আমাদের কাছে রোগ এলো কেন? আমরা যে তোমায় ডাকি, তোমার পূজা করি রোজ রোজ, তোমার পা ছুঁই রোজ, আমাদের কাছে রোগ

এলো কেন? রোগকে শত্রু না বলিলেই বোঝা যায়। রোগ
যে আত্মার মিত্র। রোগ হইলে মানুষ শান্ত নরম হয়,
ব্যবহার মধুময় হয়, তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ অধিব
হয়, যোগের প্রতি অনুরাগ হয়, ধর্ম্মজগতের সব লুকান
ছবি বাহির হইয়া পড়ে। রোগে বৈরাগ্য হয়; মানুষের
প্রতি বিশ্বাস হয়। রোগোপনিষৎ একটি প্রকাণ্ড শাস্ত্র
কিন্তু মা, লোকের রোগ হইলে সকলের প্রতি অবিশ্বাস হয়
রোগের দৃষ্টি গরম মেজাজের দৃষ্টি। হে ঈশ্বর, রোগের শাস্ত্রের
ভিতর আমাদের ঢের শিখিবার আছে। পিতা, আমাদের
মধ্যে যে রোগ প্রবল হইতেছে আমরা কি দিন দিন শান্ত
হইতেছি? সেই এক রকম রোগ আছে যে হতাশ হইয়া
তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে। পিতা
পাছে রোগ আমাদিগকে অবিশ্বাসী অহঙ্কারী করে, ভয় করে
তোমার কাছে এই ভিক্ষা, রোগ যেন আমাদের আশীর্ব্বা
হয়। রোগ যেন আমাদের চরিত্র মধুময় করে। হইলই বা
রোগ? পৃথিবীতে থাকিতে গেলে সকল অবস্থায় পড়িতে
হয়। কাহার কি রোগ হইবে কে জানে? কিন্তু রোগে যে
চিত্তের মাধুর্য্য আরো বৃদ্ধি হয়। রোগের শাস্ত্র আরো
শিখিতে হইবে। রোগের ভিতর যোগ হয়; রোগের ভিতর
ভক্তি হয়; রোগের ভিতর বিশ্বাস হয়; রোগের ভিতর মা
বলিয়া ডাকিতে হয়। রোগের সময় তোমাকে শুইয়া ডাকিতে
শিখি। জননী, আশীর্ব্বাদ কর যে পৃথিবীর কষ্ট আর রোগে

যেন তোমাকে না ভুলি; যেন আমরা লোকের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হই যে রোগের ভিতর স্বভাব কত শান্ত ও মিষ্ট হয়। রোগের সময় শরীর দুর্ব্বল; এ সময় আরো উৎসাহের সহিত মার পূজা করিব। রোগ বড়, না হরি বড়? সরল অন্তরে যেন বলিতে পারি, হরি বড়। তোমায় আরো ভাল করিয়া ডাকিতে পারি যেন। যেন অবসন্ন না হই। মা, লোকে বলে কাণা ছেলের জেয়াদা আদর। মা, তুমিত পারিব বলে অনেক দয়া করিলে, এখন রোগী ছেলে বলে আরো দয়া কর। মা, কাছে এসে রোগীদের মাথায় হাত দিয়ে একবার আশীর্ব্বাদ কর দেখি! এ বাহিরের রোগ যেন আসল রোগ না হয়। বাহিরে এক রকম অসার রোগ রহিয়াছে, কিন্তু আত্মার ভিতর সুস্থতা থাকিবে। আমরা রোগ হইলে যোগীরোগী হইব। ভক্তরোগী হইব। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তাবৎ রোগ শোক দুঃখ কষ্টের মধ্যে শান্ত ও শুদ্ধ থাকিতে পারি; তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার সহিত কথোপকথন।

২৮শে মে, ১৮৮২।

হে দয়াময়, জীবনের ঈশ্বর, তুমি ত এ দেশে আগেকার সেই বেদের ধর্ম্ম, তার পর পৌত্তলিক ধর্ম্ম, দুই স্থানান্তর করিয়া নববিধান আনিয়াছ। পৌত্তলিকদের পুঁতুল যে রকম করিয়া মন আকর্ষণ করে, সেই রকম করিয়া আমাদের মন আকর্ষণ কর। তুমি নিরাকার থাক, কিন্তু পৌত্তলিকেরা যেমন উজ্জ্বলরূপে তাহাদের দেবতা দেখিতে পায়, তেমনি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় এবং উজ্জ্বল কর। পৌত্তলিকেরা যেমন তাহাদের দেবতাকে আদর করে, পূজা করে, তেমনি কি ঠিক আমাদের হবে না? নিরাকারবাদী কি সাকারবাদীদের কাছে হারিবে? আমরা তোমাকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া কি শূন্য মন লইয়া ফিরিয়া যাইব? যদি বেদান্তের ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম্মের স্থানে নববিধান স্থাপিত করিলে, তবে অতীন্দ্রিয় নিরাকার দেবতাকে পুঁতুলের স্থানে বসাও। লোকে দেখিবে শূন্যই আমাদের পূর্ণ। নিরাকারই নিরাকার থাক কিন্তু খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যেন তোমাকে এ জীবনে পাই পৌত্তলিক হব না। তোমার সঙ্গে কথা বলিব, তুমি উত্তর দিবে। লোকে দেখিবে যে আমরা ঠাকুর দেখি, ঠাকুর ছুঁই ঠাকুরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলি। এইরূপে আমরা যেন সাধন করি। পরমাত্মন্, পৃথিবীতে দীর্ঘ দীর্ঘ উপাসনা অনে

স্তুতি অপেক্ষা তোমার সঙ্গে সুমিষ্ট কথোপকথন ভাল। দোহাই প্রভু, পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যেন তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারি। এটা একটা হেঁয়ালির মত,—তিনি মানুষের মত, কিন্তু মানুষ নয়। কথা শুনা যায়, কিন্তু মুখ নাই। টাকা নাই, কিন্তু রাশি রাশি টাকা সকলকে দেন। দেখা যায়, কিন্তু আকার নাই। রূপ আছে, কিন্তু সাকার নহেন। মা, বার্দ্ধক্য শত্রু এসেছে, রোগ শরীরকে জড়ের মত করেছে, কেমন করে তোমায় ও রকম করে দেখিব বল না? পিতা, আমরা কি অতীন্দ্রিয় দেবতাকে দেখিতে না পাইয়া আবার কালী-ঘাটে যাইব? আবার অযোধ্যায় গিয়া রামের তপস্যা করিব? দোহাই হরি, তুমি আমাদের রাম হও, তুমি আমাদের কালী হও। ঠিক যেমন ওরা ওদের দেবতাকে দেখে, তেমনি আমরা দেখিব। পথে, ঘাটে, গাড়িতে, ঘুমাইবার সময় বিছানায়, তোমার সঙ্গে কথা বলিব। এই যে জীব আর পরমাত্মাতে মিলন হয়, নর হরিতে মিলন হয়, এর নাম প[illegible]লি। হরি, শেষ কালে পুরাণের ভিতর থেকে সাকার নিরা[illegible] নিরাকার সাকার দেবতা হয়ে গেলে! তুমি মানুষ হয়ে গেলে! মা, কথোপকথন শেখাও। আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা হয়েছে, এখন কথাবার্ত্তা চাই। মা এস। মা, কথা কইতে জান না? এমন সুন্দর মুখ, অত আমায় ভালবাস, আমার পরিত্রাণের জন্য এত করিলে, একটা কথা কহিতে পার না? অমন বোবা মা আমি চাই না। তুমি বনবাসিনী হও। মা, ঢের কথা তোমার

শুনিয়েছি। এখন তোমার কথা শুনিতে চাই। তোমার কোমল কণ্ঠ বাহির কর, শুনি। মা, তোমার নিকট প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার নিরাকার অথচ সুন্দর মূর্ত্তি আমরা বেশ দেখিতে পাই; আর তুমি ঘরে এলে তোমার কথা বলিতে পারি তাই কর। বুড়ো বয়সে আর আন্দাজ নিয়ে থাকৃব না। এবার দেখ্‌ব আর কথা শুন্‌ব, আর সকলকে বল্‌বঁ— শুন্‌লি, অমৃতভাষিণী মার কথা? এই কথোপকথনই উপাসনা; এই যোগ, এই ধ্যান, এই ধর্ম্ম। শুষ্ক উপাসনা আর করিব না। যে মাকে দেখা যায়, যে মাকে ছোঁয়া যায়, যে মার কোমল কণ্ঠের সুস্বর শোনা যায়, যে মার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, এমন মাকে পেয়ে সুখী হব। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন বার্দ্ধক্য রোগে শুষ্ক ও প্রেমবিহীন না হই, কিন্তু আরো তোমার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া, তোমাকে দেখিয়া, সুখী এবং শুদ্ধ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের সুখ।

২৯শে মে, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে শমনদমন, বড় কিন্তু সুখের ধর্ম্ম বাহির করিয়াছ তুমি গরিবদের জন্য। হে শ্রীহরি, তুমি যেমন মিষ্ট, তোমার ধর্ম্মও তেমনি মিষ্ট হইল। এক সুখ তোমাতে,

পদ্বিতীয় সুখ তোমার ধর্ম্মেতে। ২৫ বৎসর খেলা করে জানা গেল, ধর্ম্মটা বড় সুখের বস্তু। হে পরমেশ্বর, জানিলাম যে পৃথিবীর বিপদ্ পরীক্ষা ঢের আছে, কিন্তু সে গুলো এমন নয় যে বলিব আমাদের দুঃখ আছে। স্কুলে পড়িতে গেলেই একটু কষ্ট লইতে হয়। সে গুলো দুঃখ নয়। সে যে নীতির শাসন। কিন্তু সুখ যাহা পেয়েছি তাহাত বলিতে হইবে! আমরা নববিধানের বড় পক্ষপাতী হয়েছি।—গোঁড়ামি হউক আর নাই হউক। আমরা তোমাকে তোমার জন্য ভালবাসিব, আবার তোমার ধর্ম্মের জন্য ভালবাসিব। এমন ধর্ম্ম আর নাই। অন্তর্যামী, আমরা ইহা সত্য সত্য অন্তরের সহিত বলিতেছি,—এই উপাসনার বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে। ইহার সব ভাল। শ্রীবৃন্দাবনের দেবতা তুমি, সকলকে সুখী করিবে, তাহা বুঝিলাম। নতুবা আমাদিগকে এত সুখ দিলে কেন? গৃহস্থের বাড়ীতে সকলেই সুখী হইল যে যেখানে ছিল। একবার করে তুমি মাথায় হাত দিয়ে যাচ্চ আর নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে। এমন করে মোহিত করে এই ধর্ম্ম! হাড় পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল! দয়াসিন্ধু, এই সুখেতেই মজিয়ে দাও, এই সুখেতেই শুদ্ধ কর। অবশিষ্ট জীবনটা ভাল করে নববৃন্দাবনের সুখরস পান করিতে করিতে কাটিয়ে দিই। তোমার নববিধানটা সুখের বিধান বলিতে হইবে। 'শান্তিঃ শান্তিঃ বলিতে বলিতে ভিতরে অবধি শান্তি হইল!' দীনদয়াল, কৃপাসিন্ধু, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন

তোমার ঘরে বসিয়া স্বর্গের সুখ, নববিধানের সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে শুদ্ধ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসে উজ্জ্বল দর্শন।

৩০শে মে, ১৮৮২।

হে পিতা, হে উজ্জ্বলবর্ণ, তোমার অধ্যাত্ম রাজ্য এ শতাব্দীতে এত স্পষ্ট হইল কিরূপে জানি না। কেমন করিয়া বলিব অন্ধকার দেখিতেছি। রসনা সত্যের অনুরোধে বলিবে যে স্বর্গের সাধু ভক্ত দেখা নববিধানে খুব স্পষ্ট হয়েছে তুমি আত্মসম্বন্ধে তোমার জগৎটি খুব পরিষ্কার করে ফেলেছ। এবার অন্ধকার ঘোচালে, মেঘ দূর করিলে, করিয়া স্বর্গ আর তোমার মুখখানি খুব স্পষ্ট করিলে; সন্দেহ দ্বৈধ আর রহিল না। অন্ধকার বুঝি আর এ রাজ্যকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এখন রাত্রি অবসান, আলো হয়েছে, আমরা নগরে রাজপথে চলিতেছি। যেখানে জঙ্গল ছিল, বাঘ ছিল সেখানে এখন সহর হয়েছে। এখন এই দলটির ভয় নাই, সব রাস্তায় বেড়াচ্চেন। এরা অন্ধকারকে নীচে রেখেছে, আলোর রাজ্যে উঠেছে। এবার ভ্রমের ব্যাপার দূর হচ্চে। সকলে ক্রমে ক্রমে আরো উজ্জ্বল হচ্চে। এখন দেখ্‌চি রাস্তা ঘাটে, গাছের পাতায়, ফুল ফলে ঈশ্বর

বেড়াচ্ছেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আলো আলো ছায়া ছায়া ছিল, পরিষ্কার বুঝিতে পারিতাম না কিছু। এখন স্পষ্টা-স্পষ্টি। এখন সব পরিষ্কার; কারণ, বেলা হয়েছে, সব দেখা যাবে স্পষ্ট। তুমি এখন যেখান দিয়ে চল আমরা দেখ্‌তে পাই। আর তুমি আমাদের নিকট গোপন করিতে পার না। নিজগুণে দেখিতে পাই না, কিন্তু হরির গুণে। সূর্য্য উঠেছে যে! হরি, বেলা হয়ে গেল, কি আহ্লাদই হচ্চে! তোমাকে ধরা গেল। তুমি চুরি করিতেছিলে, এত দিন ধরা পড় নাই, বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেছে তোমায় ধরা যাবে না; তোমাকে অচিন্ত্য বলেছে। নববিধান এসে বলিলেন, ধরা পড়েছে। কার গুণে হইল? আলোর গুণে। হরি, আর সুমন্ত গৃহস্থকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। তুমি চুরি কর; কারণ, ইহা তোমার ব্যব-সায়; আপত্তি নাই, কিন্তু জেগে জেগে দেখিব। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সকলের মন চুরি কর। চক্ষু খুলে সকলে দেখুন এই ঘরে হরি এসেছেন, এসে হৃদয় চুরি করে লয়ে যাচ্চেন। মা, অল্পদর্শীরাও এখন বেলার গুণে তোমায় খুব দেখ্‌চে। তুমি যখন চক্ষের অঞ্জন হয়ে রয়েছ, আর নববিধানসূর্য্য উদয় হয়েছেন, তখন দেখ্‌ব বই কি খুব পরিষ্কাররূপে! একে-বারে খোলা মুখে দর্শন দিলে মা! অবগুণ্ঠন সব গেল! এ দিনের গুণে, আলোর গুণে। নিজগুণে নয়, অহঙ্কার করি-তেছি না। হরি, আলো হয়েছে। আমিত কানা হতে চাই। আমিত ব্রহ্মদর্শন করিতে পারি না। কিন্তু দিনের গুণে

পরিষ্কার দেখিতে পাই। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের দিনে বিশ্বাসের আলোয় খুব উজ্জ্বলরূপে তোমাকে দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সিদ্ধাবস্থার যোগ।

৩১শে মে, ১৮৮২।

হে দীনদয়াল, হে মুক্তিদাতা, প্রথম মানুষ তোমার কাছে যাওয়া আসা করে, শেষে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আমরা প্রথম অবস্থা বুঝিয়াছি, শেষ অবস্থাটা এখনো বুঝি নাই। এক এক বার তোমার গভীর প্রেমে মত্ত হওয়া কি তাহা তুমি জানাইয়াছ। কিন্তু জীবনের দিন যত চলিয়া যাইবে, ততই তোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ যোগ স্থাপিত হইবে। এক একবার যোগ আবার বিচ্ছেদ হইলে হইবে না। একবার আসিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিলাম, এ এক রকম অবস্থা; আর তোমার সঙ্গে বসেই আছি, এ এক রকম। মানুষ যত বৃদ্ধ হইবে, উপাসনা তাহার জীবনের অবস্থা হইবে। সে দিবসে রাত্রিতে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। হে ঈশ্বর, ঐ অবস্থা কি আমাদের হইয়াছে? একবার উপাসনা করিয়া খুব উর্দ্ধে উঠিলাম, আবার উপাসনার পর খুব নীচে পড়িলাম,

এ সব আমাদের মত অপক্ক সাধকের অবস্থা। দয়াময়, সিদ্ধ অবস্থা দাও। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সর্ব্বদা কেমন করে যোগ হবে তার উপায় করে দাও। হরি, আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছ; এবার এই কর, আমাদের যেন বৃদ্ধ এবং সিদ্ধের অবস্থা হয়। হে শ্রীহরি, এই আশীর্ব্বাদটি কর যেন ক্রমাগত তোমার কাছে বসে বসে তোমার সেবা করি। হাত দয়াতে অভিষিক্ত, চক্ষু পুণ্যে অভিষিক্ত, প্রাণ প্রেমেতে অভিষিক্ত। হে কৃপাসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, সুখ সম্পদ সকল অবস্থার মধ্যে যেন চক্ষু হস্ত প্রাণ রক্ত যাহা কিছু আছে প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া দিন রাত্রি তোমার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসের ধর্ম্ম।

৩রা জুন, ১৮৮২।

হে দয়াময়, হে শ্রীহরি, শুনিয়াছি দয়া সকলই বিশ্বাস করে, সকলই বহন করে; দয়া স্বর্গের ধর্ম্ম, দয়া সহিষ্ণু, দয়া ধৈর্য্যশীল। এ ভাবে কি ঠাকুর আমরা দয়া করি? আমরা কি বহন করি, বিশ্বাস করি? এ দুটির অভাব আমাদের ভিতর আছে। তুমি জগতের এত বড় ভার বহন করিতেছ ইহা

দেখিলে বুঝা যায় যে ঠাকুরের মত প্রেমিক আর কেউ নাই। আর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। দয়া কেবল বিশ্বাস করে যায়। অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হউক, অপমানিত হইতে হউক, তবু আমরা বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস না করা অধর্ম্ম। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দয়া বিশ্বাস করে। দয়া বিচার করে না, বিশ্বাস করে। বিচার নির্দ্দয়, বিশ্বাস দয়ালু। দয়াময়, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি এত ভাল, আমি এত পাপী, আমি তোমার কুপুত্র, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস কর। তোমার পুত্র বলিয়া, তোমার প্রেমের যোগ্য মনে করিয়া, তুমি আমাকে তোমার ছেলে বলিয়া বিশ্বাস কর। তোমার দয়ার পাত্র বলিয়া বিশ্বাস করে দয়া করিয়া খাওয়াচ্চ। তুমি ভয়ানক দয়ালু, তোমার দয়া ভয়ঙ্কর। আশ্চর্য্য এই, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর কিরূপে? আমি এই কুড়ি বৎসর এত অপরাধ করিলাম, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করে তোমার নববিধানের ঘরে আনিলে! ঠাকুর, তুমি দয়া করে খাওয়াও পরাও তা মানি, কিন্তু বিশ্বাস কর কিরূপে তা বুঝিতে পারি না। আমি নীচের নীচ। আমি হরিসন্তানের মত হইলাম না। আমার হরি, ভয়ানক পাপী অধম,—যে শতবার নরহত্যা ব্যভিচার করেছে, তাকে বিশ্বাস করেন। দয়াময়, দয়ার চেয়ে বিশ্বাস বড়। দয়ার চেয়ে মহত্ত্ব বিশ্বাসে। ঐ যে বাইবেলে কথাটি আছে যে "দয়া বিশ্বাসী, বিশ্বাস করে সকলকে।" আমি ত্রিভুবনে একজনের মধ্যে কেবল এর

দৃষ্টান্ত পাইলাম। সে পিতা কেবল তুমি। পিতা, যে এত অপরাধী, তোমার ঘরে শতবার চুরি করেছে, তাকে তুমি বিশ্বাস কর? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর? আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পরিবার কেহ আমাকে বিশ্বাস করে না, কেবল আমার হরি আমায় বিশ্বাস করেন। তবে আমার তোমাকে খুবত ভালবাসা উচিত! আর সকলকেই খুব ভালবাসা বিশ্বাস করা উচিত! মা, তুমি একটা কলঙ্কিত পাপীকে বিশ্বাস করিলে, মেথরের ছেলেকে কোলে করিলে, আর আমি ভাই-দের বিশ্বাস করিতে পারি না! মিষ্ট কথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু একটু শক্ত কথা বলিলে আর বিশ্বাস থাকে না। প্রাণের হরি, আশা দাও, এ বড় উচ্চ কথা; এ যদি সাধন করিতে না পারি, বড় দুঃখ। দয়া অপেক্ষা বিশ্বাস বড়, অথবা দয়াও যা বিশ্বাসও তা। পরস্পরকে বিশ্বাস করাই স্বর্গ, আর অবিশ্বাস করা অধর্ম্ম নরকযন্ত্রণা। দয়ালু, কি হবে বল না? বিশ্বাস কি করিতে পারিব? এমন ধর্ম্মভাব হবে যে, যা খুসি করুক না; অত্যাচার করুক, তবু বল্‌ব ক্ষমা করেছি, বিশ্বাস করেছি। কেবল ভালবাসিলে হবে না, ওর চেয়ে উঁচু বিশ্বাস করা। তাই করিতে হবে। ধবলাগিরির চেয়ে আর একটা উঁচু শিখর বাহির হলো। হরি, তুমি আমাকে এত বিশ্বাস কর? নরাধম পাতকী নরকের কীট আমি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর? বড় বাড়াবাড়ি করিলে যে! প্রেমের ধর্ম্ম ছোট হলো বিশ্বাসের ধর্ম্মের কাছে? দয়াল,

কাঙ্গালের প্রার্থনা শোন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন নরাধমকে বিশ্বাস করিয়া, সকল জীবকে বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বসেবক হইয়া, প্রেমিক হইয়া, বিনয়ী হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি; গতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ দয়া।

৪ঠা জুন, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে বিশ্বাসীর সার ধন, তুমি কাহাকেও জেয়াদা ভালবাস, কাহাকেও কম ভালবাস, পৃথিবীতে যে এই রকম একটা কথা আছে, এ কি সত্য? যেমন ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, এঁরা তোমার যত প্রেম পান, আমাদের মত পাপীরা তা পায় না, আমাদের খাওয়া দাওয়ার খোঁজ তুমি লও না, একি সত্য? এই কথা পৃথিবী বরাবর বলে আস্‌চে। আর যদি খুব উচ্চ তত্ত্ব এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায় তবে এই কথা বলা যায় যে, তোমার সাধারণ দয়া সকলের উপর, কিন্তু বিশেষ দয়া বিশেষ লোকের উপর। এ কথা কেন পৃথিবী তুলিল? স্বর্গ পক্ষপাতী, এ ত মনে হয় না। তবে কি তুমি কাহাকেও ভালবাস, কাহাকেও ভালবাস না? তোমার ন্যায়বিচার ভারি, তোমার পক্ষপাত নাই। কিন্তু আমরা কি ধর্ম্মের

বাহাদুরি করেছি যে তোমার বিশেষ দয়ার উপযুক্ত হলাম? এই বা কেমন করে হয়? ভাবতে ভাবতে মনে হলো এর তবে কিছু একটা কারণ আছে। সেটা কি? যে বোঝে তুমি তাকে দশ গুণ ভালবাস, তাকে তুমি দশগুণ ভালবাস। যে বোঝে তুমি শতগুণ তাকে ভালবাস, তাকে তুমি শতগুণ ভালবাস। যে বোঝে তুমি তাকে লক্ষগুণ ভালবাস, তাকে তুমি লক্ষগুণই ভালবাস। হে পিতা, যত ভুল মানুষের কাছে। তোমার কোমল প্রেম যে কেউ দেখিতে পায় না। তাই গোল হয়, কেউ তোমার প্রেম সিকি খানা দেখিতে পায়, কেউ আধ খানা দেখতে পায়। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আমরা গোপন কথা শুনেছি, আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি তুমি কত ভালবাস। আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তোমার কাছে নিবেদন করিতে পারি। আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপা তোমার এই জন্য যে, আমরা তোমার হাত খানি আমাদের মাথার উপর দেখিতে পাই। সকলের মাথায় তোমার হাত আছে, কিন্তু তাত সকলে দেখে না, মানে না। তোমার দয়া কি আবার ছোট বড়? অনন্ত দয়ার ভাগ করিবে কে? যে বলে তোমার বিশেষ দয়া পেয়েছে, সেই পেয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা তোমার বিশেষ দয়া বুঝিতে পারি। তুমি যে আর কাহাকেও দয়া কর না, তা নয়, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি বলিয়া আমাদের সৌভাগ্য অধিক। সকলেই

যেন বলে তুমি সকলেরই মা। আমরা যেন কখন না বলি, আমাদের মা ইতর বিশেষ করেন? তুমি তাহা কর না। মা যিনি তিনি সকলকে ভালবাসেন। হে দয়াসিন্ধু, এই শুভ বুদ্ধি তুমি আমাদের দাও। আমাদের সকলকে তুমিই খাওয়াচ্চ, তুমিই পরাচ্চ। আমরা এ জীবনে অনেক জানিলাম। এই জানিলাম যে এই কটা লোক তোমার বিশেষ দয়ার অধিকারী; কারণ, তাহারা জ্ঞান পাইয়াছে; তোমার বিশেষ দয়া বুঝিতে পারিতেছে, যে তাহারা তোমার সেবা করিতেছে, আবার তুমি তাহাদের সেবা করিতেছ। মা হয়ে আমাদের সমুদয় বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলে। মা, তুমি আমাদের বিশেষ ধন। তুমি আমাদের বিশেষ বন্ধু, বিশেষ মা, বিশেষ সম্পদ। মা, তোমার বিশেষ করুণাটি মিষ্ট। তুমি বিশেষ আসনে আমাদের বসাইলে, বিশেষ দয়া দিলে, বিশেষ করুণার মুকুট পরাইলে। দয়াল, এই ছেলে মেয়ে এরা তোমার ছেলে মেয়ে; এরা তোমার অন্তঃপুরের দাস দাসী, এরা তোমার প্রজা, এদের কাছে আসিতে দিয়াছ, হাত পা ছুঁইতে দিয়াছ, যখন যা দরকার দিয়াছ, আর কি বলিব? কৃতজ্ঞতা তোমাকে দিই। আমাদের কটি ভাই বিশেষ রূপে তোমার কাছে বিশেষ ভাবে ধন সম্পত্তি পেয়ে, বিশেষ দয়া পেয়ে এখন তোমাকে বিশেষ রূপ কৃতজ্ঞতা দিতে পারিলে হয়। তোমার দিকে খুব হলো, আমাদের দিকে কিছু যে হলো না; আমাদের কর্ত্তব্য বলে দাও। আমরা দেখি দেখাই, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হই, কৃতার্থ হই।

হরি,ভক্তদের এই আশীর্ব্বাদ কর,আমরা যেন খুব বিশেষ যত্নে তোমাকে ভক্তি করিতে পারি, বিশেষ সেবা দিতে পারি। এবার অল্পে হবে না,এবার মাতামাতি, এবার বাড়াবাড়ি চাই। আমরা জগতের লোককে দেখাব তোমার দিকে যেমন হলো এ দিকেও তেমনি হবে। সকলেই প্রমত্ত হবে। সেই নববৃন্দাবনে যাহা দেখেছি সেই রকম কর। হে দীননাথ, দয়াসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেমন পাইলাম অনেক, তেমনি যেন অনেক দিই, এবং প্রাণ মন তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া মত্ততার সুখে সুখী হইতে পারি; তুমি কৃপা করিয়া এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববৃন্দাবনের ফুল সতেজ।

৫ই জুন, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে বিধাতা, এই আক্ষেপ যে তোমার বিধান পূর্ণ হইল না। আরম্ভ হইল অতি চমৎকাররূপে, উন্নতি হইল অতি আশ্চর্য্যরূপে, কিন্তু পূর্ণ হইল না। এক বার সুখের ব্যাপার দেখিলাম, তার পরে কেন সে স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হইল? আরম্ভ যার এত ভাল, পরিণাম তার এত শোচনীয়? পুণ্যময় হরি, আমরা যে অনেক আশা করিয়া তোমার নববিধানে যোগ দিয়াছি। শেষটা যে খুব উজ্জ্বল

হবে আমরা ভাবিয়াছিলাম। ফুলগুলি ফুটিতে ফুটিতে যদি বন্ধ হয়ে যায় বড় কষ্ট হয়। তোমার কত বাগান আছে, কিন্তু নববিধানবাগানে যে রকম চমৎকার ফুল ফুটিতেছিল এমন আর কোথায়? এই যে উপাসনাঘরে ফুলগুলি বসে আছে, যদি বর্ষা পায়, তেজ পায়, ধাঁ করে ফুটে উঠিবে, সুগন্ধ ছড়াবে; নববিধানের তোড়া করে তোমার চরণে উপহার দেব। কিন্তু এই আধফুটন্ত ফুলে যদি মালা করি, তত সুখ হবে না। দয়াল হরি, এই আধফুটন্ত ফুলগুলি কি ফুটিবে না? এই সকল ফুলের বিচিত্র রং, বিচিত্র গন্ধ। অকালবার্দ্ধক্য এসে কোন কোন ফুল অকালে সঙ্কুচিত হয়ে শুকিয়ে যাচ্চে। আধফুটন্ত ফুল যদি মরে পৃথিবী শুদ্ধ লোক কেঁদে মরিবে। ফুল ফুটেছে, কি শোভা হয়েছে। কিন্তু হরি, ফুলের ভিতর পোকা ধরে কেন? লোকে বলিবে, নববিধানের ফুল বছর ত্রিশ চল্লিশ থাকে আর থাকে না; শুষ্ক হয়ে শীর্ণ হবে, রসভঙ্গ হবে। আর ফুলটি, কুসুমটি, দেখিতে কোমলটি আর থাকিবে না। লজ্জা নিবারণ কর হরি। ওরে ফুল ফোট্, ভাল করে বিকসিত হ! ফুল তুই ফোট্‌না? তোর ভিতরে যে সুগন্ধ সৌন্দর্য্য আছে, বিশ্বাসে ভাবে চরিত্রে তা বাহির কর্ না। দয়াময় হরি, তুমি আর একবার বর্ষা দাও। নতুবা ফুল আর থাকে না, মাটীতে রস নাই। আর নববৃন্দাবনের বাগানে নূতন ভাব গজাবে না, মা। আর একটা বর্ষা না হলে হবে না। মা, তোমার সিংহাসনের নীচে বসে এই প্রার্থনা করিতেছি, মা, আমাদের ভিতর যে

সকল নববৃন্দাবনের ফুল আছে তাহা প্রস্ফুটিত কর। আগে কত ভ্রমর আসিত, এখন আর তত আসে না। ঈশ্বর, মধু কমেছে, নতুবা পৃথিবীতে কি ভ্রমরের অভাব? তারা দেখলে যে সকল ফুলের মধু কমে গিয়াছে। তাই কেউ আসে না, লোকে আর নববৃন্দাবনে আস্‌তে চায় না। মা, ফুল ফুটিয়ে দাও। ভিতরে ঢের ভাব। ফুল যদি শুকিয়ে যায়, মরে যায়, কেউ গ্রাহ্য করে না; কিন্তু যে ফুলের এত গন্ধ, এমন রং, যদি ফুটিতে ফুটিতে শুকিয়ে যায় বড় দুঃখ হয়। তাই হাত যোড় করে প্রার্থনা করি, এই ফুল গুলি যেন অকালে কালগ্রাসে না পড়ে। যেন আধফুটন্ত ফুলগুলি অল্প ফুটেছে, আর যে টুকু ফুটিবার বাকি আছে যেন ফোটে। কিন্তু আর একটা বর্ষা চাই। মাটী খারাপ হয়েছে। অমন সাধনকাননের মাটীর আর তেজ নাই। এই বাগানের উপর কত লোক আশাপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। বিলাত আমেরিকার লোকের দৃষ্টি পড়েছে এই বাগানের উপর। নববৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে মানুষ ঢের আছে সত্য, এখনো বলিতে হইবে। হে জননী, হে মঙ্গলময়ী তুমি কৃপা করিয়া এমনি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রেমের বর্ষায় নববৃন্দাবনের ফুলগুলি সতেজ সরস হয়, আর আমরা খুব আহ্লাদ উৎসাহের সহিত তোমার সাধন করি, কৃপাময়ী, তুমি কৃপা করে গরিব দলে এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য।

দার্জিলিঙ্গ; ১০ই জুন, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে সুন্দর, তোমার প্রকৃতি চিরকালই মানুষদের ভুলাইয়া আসিয়াছ। যুগে যুগে সকল ভক্তকেই তোমার প্রকৃতি মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি চিরকালই সুন্দর। প্রকৃতির যৌবন চিরকালই থাকে। ক্ষয় হইবার নয়, তোমার হস্তে রচিত এই সৃষ্টি তোমার ভাবুকদের কাছে চিরকালই নূতন। নববসনাশ্রিত তোমার প্রকৃতি আজ যেমন, দশ বৎসর পরেও তেমন, পূর্ব্বেও তেমন। তোমার প্রকৃতি যুগে যুগে ভক্তচিত্তকে হরণ করিয়াছে, তোমার দিকে টানিয়া লইয়াছে, এ যুগে কি তাহা হবে না? হরি, মন যদি কাল থাকে, চারিদিক কাল থাকে; মন যদি সুন্দর থাকে, চারিদিক সুন্দর। হে হরি, তোমার প্রকৃতি আমাদের নিকট চির মধুময় হউক। আমরা যেন বার্দ্ধক্যে পড়িয়া না বলি, আর প্রকৃতি সতীর শোভা ভাল লাগে না; অনেক পাহাড় পর্ব্বত দেখিলাম, সকলই পুরাতন নীরস হইল। এ বলিয়া দেখো ঠাকুর, কখন যেন বিলাপ করিতে না হয়। প্রেমিক, আমাদিগকে প্রেমিক কর; রসিক, আমাদিগকে রসিক কর; ভাবুক, আমাদিগকে ভাবুক কর; সুন্দর, আমাদিগকে সুন্দর কর। তোমার রসপূর্ণ সৃষ্টি যেন আমাদের নিকট নীরস না হয়। হরি, তুমি সকল পাহাড়ে বোস। আমরা কীটস্য কীট, তোমার পদতলে বসি। তোমার উচ্চ

ধবলাগিরির অনন্ত হিমানির ন্যায় তোমার মুখ আমাদের নিকট সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকুক। যদি তোমার অনুগ্রহে শিবাগারে আসিলাম, তবে শিবভবনে শিবসৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন মন মধুময় হয়। চারিদিক পবিত্র, চারিদিক সুন্দর, ইহা দেখিয়া মনকে যেন প্রেমিক ও পবিত্র করিতে পারি। গিরি নদ নদী নির্ঝর সমুদয় তোমার মহিমা কীর্ত্তন করুক। ইহারা আমাদের বলিয়া দিক, আমরা অত্যন্ত জড় সামান্য। এরা যে অত্যন্ত নির্ম্মল নির্দ্দোষ। ইহারা যে অত্যন্ত সুন্দর। তোমার নিষ্কলঙ্ক সৃষ্টি দেখিয়া আমরা যেন কিছু দিন তোমাকে সাধন করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আত্মমর্য্যাদা।

১১ই জুন, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে ভক্তের সহায়, তোমার লোক আমরা ইহা মনে হইলে কত বল হয়, কত বল হওয়া উচিত। এক জন পৃথিবীর সাধুকে লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা বলিতে পারি, আমরা তাঁহার লোক, আমাদের কত বল হয়! যদি কোন রাজার সহিত আমাদের বন্ধুতা হয়, কোন সম্রাটের নিকট হইতে পত্র পাই, তবে আমাদের মন কত গৌরবান্বিত হয়, স্ফীত হয়। কোন মহাজন যদি গরিবদিগকে কোন দ্রব্য দেন তাহারা

কত সুখী হয়। পিতা, আমরা তোমার লোক, ইহা কি আমাদের কম গৌরবের বিষয়? কে আমরা? পাহাড়ে আসিয়া বসিয়াছি, এমন কত লক্ষ লক্ষ লোক আসে। আমরা পৃথিবীর ধূলি, অতি সামন্য। তুমি এত বড় রাজাধিরাজ, তোমার নিকট হইতে আমাদের কাছে পত্র আসিয়াছে। স্বর্গীয় পত্র। বাহক আসিয়া আমাদের হাতে তারের খবর দেয়, পত্র দেয়। কে আমরা? তাই বলি, আদেশের মত সকলে মানুক। মহারাজাধিরাজ, হিমালয়পতি, তোমার রাজ্যে আসিয়া আমরা বসিয়াছি। ঠাকুর, আমরা এমনি নীচ ইতর যে তোমাকেও ছোট করে ফেলেছি। আমরা তোমাকে ছোট মনে করি। তোমার দানকে সামান্য মনে করি। আমরা কোথায় আসিয়াছি? হিমালয়ে। তোমাকে আমরা যদি পিতা বলি, তবে আমাদের সম্বন্ধ রাজকুমারের সম্বন্ধ। হরি, তুমি ইতর জাতি, আমরা, আমাদিগকে খাওয়াও পরাও স্পর্শ কর। হরি, এই ভেবে নীচ উচ্চ হউক্! তোমার কাছ থেকে আমাদের কাছে পত্র আসিতেছে। ত্রিভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডপতি রাজাধিরাজ; তিনি আমাদিগকে পত্র দিয়াছেন, আমরা তাঁহারই লোক। আমাদের রাজা যিনি তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। পিতা, আমরাত হাত বাড়ালে স্বর্গ পাই। উচ্চ পর্ব্বত, যা বাঙ্গালীর কাছে সকলের অতীত বস্তু, আমরাত তাহার কাছে আসিয়া বসিলাম। আমরা গৌরব মহিমা উচ্চ পদ পাইলাম ঠিক! এই রকম যখন নীচে ছিলাম তখন মনে হইত উপরে কি উঠিতে পারিব?

কিন্তু ক্রমেই উপরে উঠিলাম। ট্রামওয়ে কত উপরে উঠিল। সকলই ট্রামওয়ের কারখানা। নীচে থাকিয়া কত উচ্চে আসিলাম, কত উচ্চ পদ পাইলাম! নীচ ব্রাহ্ম ছিলাম, স্বর্গীয় নববিধান পাইলাম। সংসারের নীচ আসক্তি বাসনা ছাড়িয়া কোথায় আসিলাম! হে কীটসুহৃদ, হে প্রেমসাগর, তুমি আমাদের সহায় হলে? তোমার কত পত্র আমাদের কাছে। একেই বলে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া। পিতা, আজ রবিবারে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার মনোনীত লোক, তোমার দলের লোক হইয়াছি, এই গৌরব যেন না ভুলি। সামান্য ভূমি থেকে এসে এই উচ্চ-গিরিশিখরে বসিলাম যদি, তবে এখানে না থাকি, আরো যেন উচ্চে উঠি। হে মঙ্গলময়, কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন লব্ধ গৌরব মহিমার উপযুক্ত হইতে পারি; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হিমালয়ের সদ্ব্যবহার।

১২ই জুন, ১৮৮২।

হে দীননাথ, ভক্তধন, আমরা কোথায় আসিয়াছি? এ যে ধ্যানশীলদিগের উচ্চ আসন! এখানেত মানুষ সংসার করে না। এখানে যে মানুষ ধ্যান করে। হে পিতা, পাহাড়

যে ধ্যানের স্থান। এ যে আমাদের দেশের যোগী ঋষিদের প্রিয় স্থান। হরি, তবে আমরা কেন পর্ব্বতের অন্য ব্যবহার করিব? নীচ সংসার সাধনের ক্ষেত্রত পর্ব্বত নহে। পর্ব্বত প্রথম হইতে সাধনক্ষেত্র, ধ্যানের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আহার করিব, বেড়াইব, ঘুমাইব, সংসার করিব, এ জন্য পবিত্র পর্ব্বত নহে। জগদীশ্বর, যুগে যুগে তোমার পর্ব্বত তোমার সাধকদের বড় প্রিয় হইয়া আসিয়াছেন, তোমার যোগীদের স্থান হইয়া আসিয়াছেন। এ জন্য এই প্রার্থনা করি, হে গিরিরাজ, আমরা এ শতাব্দীতে নানা পাপে কলঙ্কিত হইয়াও যেন তোমার পর্ব্বতের মর্য্যাদা আদর বুঝিতে পারি। আমরা যেন পর্ব্বতকে ভয় করি! আমরা যেন সংসারের পাপ টানিয়া আনিয়া এই হিমালয়কে কলঙ্কিত না করি। দোহাই প্রভু, তুমি এই পাপ হইতে রক্ষা কর। হিমালয় যেন না বলেন, কতকগুলি পাপী আসিয়া আমার মহত্ত্ব মর্য্যাদা নষ্ট করিল, নীচহীন চিন্তা করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিল। কতকগুলি দস্যু আসিয়া আমার বুকে বসিয়া দস্যুগিরি করিল। হা ঈশ্বর, যার মন খারাপ হয়, সে স্বর্গে গেলেও বুঝি পাপী থাকে। ঈশ্বর, হিমালয় আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু, আমাদের পিতা পিতামহের আরাধ্য বস্তু, গৌরবান্বিত, হিমানী মস্তকে করিয়া বহুকাল হইতে রহিয়াছেন। দেখো পিতা, এই বৃদ্ধের অবমাননা আমরা যেন না করি। তোমার মহিমা গৌরবের

পরিচয় ইনি দিতেছেন। বিশেষ আদর শ্রদ্ধা আমরা বৃদ্ধ হিমালয়ের চরণে অর্পণ করিব। হৃদয়ের শ্রদ্ধা, আদরের ফুল দিয়া ইঁহাকে বরণ করিব। চিরকাল পাপ করিলাম, তোমার সৃষ্টির অবমাননা করিলাম, আবার তোমার পর্ব্বতের অপমান করিয়া যেন আরো পাপী না হই। এখানে ধ্যান করি, যোগ শিখি; দেখি, আমাদের মা ঐখানে রহিয়াছেন, ঐ স্বর্গের জ্যোতির মুকুট মা আদর করিয়া হিমালয়ের মাথায় পরাইয়াছেন, ঐ যোগী ঋষিদের প্রিয় স্থান; এই সব ভাবিতে ভাবিতে, দেখিতে দেখিতে পবিত্র হইয়া যাই। তোমার হিমালয়ের সদ্ব্যবহার যেন করি। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার হস্তরচিত পবিত্র উন্নত হিমালয়ের মান রক্ষা করিতে পারি এবং এখানে তোমাকে সাধন করিয়া যেন পবিত্র শুদ্ধ জীবন লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারি। মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [যো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।